CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1May, 2023 ■ আগরতলা ১ মে, ২০২৩ ইং ■ ১৭ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য্য, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা।

‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানটি বিষয়ভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স.)।। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ”মন কি বাত”-এর ১০০ তম পর্বে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ”মন কি বাত” বিষয়টি সম্পর্কিত একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এতে সামাজিক উদ্বেগের অনেক বিষয় উত্থাপিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”মন কি বাত”-এর শ্রোতারা ১০০তম পর্বের জন্য অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। ”মন কি বাত” মানুষের অনুভূতির প্রকাশ। শুরু হয়েছিল বিজয় দশমীর দিন। ”মন কি বাত” প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীর জন্য শুভ উদযাপনের উৎসবে পরিণত হয়েছে। এতে আমরা ইতিবাচকতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ উদযাপন করি। ”মন কি বাত”-এর প্রতিটি পর্বই বিশেষ। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ এতে যোগ দেয়।

‘মন কি বাত’ আমার মনের কথা নয়। এই দেশের জনতা জনার্দনের মনের কথা। যা আমার পথ চলার কাজে এসেছে। গুজরাটে যখন ছিলাম, তখন ভাবিনি প্রধানমন্ত্রী হলে মানুষের কাছ থেকে এভাবে দূরে সরে যাব। নিরাপত্তার খাঁচায় বন্দি হয়ে পড়ব। তাই মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করার জন্য ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান শুরু করি। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতি মাসে কত কিছু দেশে ঘটছে তা জানতে পারি। এটা শুধুমাত্র একটা অনুষ্ঠান নয়, প্রতিটি পুজোয় যেমন মানুষ প্রসাদের অপেক্ষায় থাকে, দেশবাসীর কাছে এটাও আমার একটা পুজোর মতোই অনুষ্ঠান। যেখান থেকে আমি প্রসাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে হেরোইন সহ ধৃত তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর এর সোনারুবাসা এলাকায় হেরোইন সহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।পাচারের পথে ধর্মনগর থানার হাতে আটক হেরোইন সমেত ঐ তিন পাচারকারী।

পাচারের পথে পুলিশের হাতে তেরো গ্রাম হেরোইন সমেত আটক তিন পাচারকারী। ধৃতরা যথাক্রমে সুব্রত দাস , বাহার মিয়া ও রাজেশ দাস। তাদের মধ্যে প্রথম দুজনের বাড়ি পানিসার ও ধর্মনগরে।অপর পাচারকারীর বাড়ি কুমারঘাটে। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানাধীন সোনারুবাসা এলাকায়।

জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ ধর্মনগর থানার পুলিশ ধর্মনগর -কদমতলা সড়কের সোনারুবাসা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তেরো গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।সাথে আটক করা হয় হেরোইন পাচার কান্ডে যুক্ত সুব্রত,বাহার ও রাজেশ নামের তিন পাচারকারীকে। এদিকে ধর্মনগর থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালালে আসে এই সাফল্য। বর্তমানে হেরোইন সমেত ধৃত পাচারকারীরা সানীয় থানার হেফাজতে রয়েছে। মামলার তদন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথার রাজনৈতিক ভূমিকা বিতর্কে, ময়দানে অনিমেষ রাজার প্রতি আস্থা রাখতে বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। দলের মধ্যে যে দড়ি টানাটানি চলছে তা আবারও স্পষ্ট হল মহারাজের পর অনিমেষের বার্তায়। তিপ্রা মাথা কখনো তাদের মূল লক্ষ্য থেকে পিছ পা হবেন। আমরা জনগণের সেবক। জনগণের কল্যাণে আমরা কাজ করে যাবো। যতই বাধা আসুক না কেন আমরা ঐক্য বিনষ্ট হতে দেব না। দলীয় কর্মীদের ভরসা যোগাতে ফেসবুকে এই কথাগুলো বলছিলে বিরোধী দলনেতা তথা ত্রিপুরা মথা অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব অনিমেষ দেববর্মা।

তিনি মাথার যুবক-যুবতীদের কাছে আহ্বান রাখেন ঐক্য বিনষ্ট যাতে না হয় সেদিকেই আপনাদের নজর রাখতে হবে। না হলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। গতকাল মাথার সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন যে ভাবে দলের কর্মী সমর্থকদের কাছে টুইটে বার্তা দিয়েছেন তার রেশ ধরেই বিরোধী দলনেতা একইভাবে কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন আপনারা হতাশ হবেন না। মহারাজের প্রতি পূর্ণ সমর্থন বিশ্বাস

ভরসা রাখুন। তার শরীরে রাজ রক্ত বইছে। তিনি রাজবাড়ীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছেড়ে দিয়ে জনগণের কল্যাণে নেমে পড়েছেন কারণ মানুষ সের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। তার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত লড়াই আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তার লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য জনগণের ভূমির অধিকার, প্রশাসনিক ক্ষমতা, এবং সাংবিধানিক অধিকার পাইয়ে দেওয়ার। তিনি এও বলেন আপনারা যদি মনে করেন মাথা ক্ষমতায় আসার আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভুল। কেউ কেউ ফেসবুকে বেনামি অ্যাকাউন্ট

খুলে এই ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তাদের উদ্দেশ্যে তার আহ্বান এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বা নিজেদের মনগড়া বিষয় টেনে এনে অযথা দলের ঐক্যকে ভাঙার চেষ্টা করবেন না। তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য এই বার্তাই দিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার থেকে নিজেদের দূরে রাখুন। তাঁর স্পষ্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুভাষনগরে জিআরএসের বিরুদ্ধে রেগায় দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। সুভাষনগর এলাকায় রেগার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ পঞ্চায়েত জি আর এস এর বিরুদ্ধে। অভিযোগ তুলেছেন সুবিধাভোগীদের একাংশ। সুভাষনগর এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত কর্নজয় চৌধুরীপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন দাসপাড়া এলাকায় রেগার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ ধরা পড়েছে।

সুবিধাভোগী স্মৃতিরানী দাসের পক্ষে স্বামী সুভাষ দাস স্থানীয় রেগার কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ পঞ্চায়েত জি আর এস এর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগ, নিজ উঠানে কৃষি কাজ করে নিজ প্রয়োজনীয় শাকসবজি উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারেও বিক্রি করতেন শাকসবজি।। নিজ বাড়িতে জমি লেভেলিং এর কাজ সেংশন হয় সরকারি ভাবে ২০২০/২১ অর্থবছরে। রেগার কাজ ২০২১/২২ শে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ২০২৩ অর্থবছরেও কাজ সম্পূর্ণ হয়নি।। তাই অতিষ্ঠ হয়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি অভিযোগ তুলে ধরেন স্মৃতিরানীর স্বামী সুভাষ দাস। তিনি সাক্ষাৎকার জানান উনার বাড়িতে রেগার অর্ধেক কাজ হওয়ার পর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে যোগাযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে নেয়া হল মুখ্যমন্ত্রীর মাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহার মা সূর্যবালা সাহাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতাল থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে রবিবার।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসকদের একটি টিম মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই বহিঃরাজ্যে পাঠানোর পরামর্শ দেন।

ছুটি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আদ ১লা মে জাগরণ ও রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই ২রা মে পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

২৪ ঘন্টায় রাজ্যে আরও সাতজন করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে রাজ্যে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে। বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। রবিবার স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত হওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছে আরো সাতজন। এর মধ্যে পশ্চিম জেলা, গোমতি জেলা এবং ঊনকোটি জেলায় একজন করে মোট তিনজন সংক্রমিত হয়েছে। অপরদিকে উত্তর জেলা এবং সিপাহীজলা জেলাতে দুজন করে মোট চারজন সংক্রমিত হয়েছে।

সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে ০.৮১ শতাংশ। বেড়েছে সক্রিয় রোগের সংখ্যা। সক্রিয় রোগী রয়েছে ২৫ জন। অভিজ্ঞ মহল মনে করছে সংক্রমণ রুখতে ইতিমধ্যে নমুনা পরীক্ষার হার বাড়ানোর প্রয়োজন। বিশেষ করে বাজার হাট সহ জনবহুল এলাকা গুলিতে নমুনা পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ সংক্রমণের উপসর্গ নিয়ে মানুষ ঘুরাফেরা করছে। কিন্তু সচেতনভাবে হাসপাতালে গিয়ে নমুনা পরীক্ষার করছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাইয়ের ছৈলেংটায় জুয়ার রমরমা, সর্বস্বান্ত বহু পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ধলাই জেলার লংতরাই ভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটার দুর্গাছড়া সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে জুয়া ও জলসার আসরে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন এলাকার সহজ-সরল মানুষজন। লংতরাই ভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটার দুর্গাছড়া সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে জুয়া ও জলসার আসরে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ।

জানা যায় পুলিশের একাংশকে ম্যানেজ করে প্রতিনিয়ত ওইসব এলাকায় জুয়ার আসর বসে। শুধু তাই নয় সুপারস্টার নামে নাচ গানের জলসার আসর বসিয়েও মানুষের পকেট কাটা শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এসব কাজ চললেও পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। জানা গেছে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশকে ম্যানেজ করেই তারা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের খপ্পরে পড়ে এলাকার বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। অনেকেই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবিনগরে শ্বশুরবাড়ি থেকে নির্যাতিতা গৃহবধূকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। বিশালগড় নবীনগর খোয়ারিয়া এলাকার শ্বশুরবাড়ির হাতে আক্রান্ত গৃহবধূকে উদ্ধার করলো বিশালগড় থানার পুলিশ। বিশালগড় নবীনগর খোয়ারিয়া এলাকায় গৃহবধূ পায়েল দেবনাথের উপর শশুর শশুর বাড়ির লোকজন বিগত চার মাস ধরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালায়।

জানা যায় ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে পায়েল দেবনাথ ও প্রসেনজিৎ শীলের মধ্যে ভালোবাসার শুরু। বিয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনে পরিণয় ঘটে। পরবর্তী সময়ে পায়েল দেবনাথের স্বামী প্রসেনজিৎ শীল স্ত্রীকে বাড়ি রেখে চলে যায় মিজোরাম কাজের উদ্দেশ্যে। তারপর থেকে শুরু হয় পায়েল দেবনাথের উপর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। বাধ্য হয়ে পায়েল দেবনাথ তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর পরিবারের লোকেরা দারস্ত হয় বিশালগড় মহিলা থানায়।

রবিবার দুপুর একটা ৩০ মিনিটে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ নবীনগর খোয়ারিয়া এলাকা থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০ হাজার টাকা তোলা না দেয়ায় দুষ্কৃতিদের হামলায় গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। নির্বাচন ফলাফল ঘোষণার পর বিজয় মিছিল করার জন্য ৫০ হাজার টাকা দাবি করেছিল শাসক দলের কর্মীরা। কিন্তু সেই টাকা মিটিয়ে না দেওয়ায় গত বৃহস্পতিবার শাসক দলের কর্মীরা কমলা সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মধুপুর ভজেন্দ্রনগর এলাকার সিপিআইএম কর্মী রিঙ্কু চৌধুরী নামে মহিলাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে চুরির অভিযোগ তুলে মারধর করে।

এমনকি মুখে কালো কাপড় বেঁধে মারধর করে গৃহবধূ পা ভেঙে ফেলে। বর্তমানে গৃহবধূ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গৃহবধূর অভিযোগ এই বিষয় নিয়ে মধুপুর থানায় এবং স্থানীয় বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকারের দ্বারস্থ হলেও কোন ধরনের সহযোগিতা পায়নি। বিধায়িকার পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় গ্রাম প্রধান এবং উপ -প্রধানকে জানানোর জন্য। বিধায়িকার নির্দেশে প্রধান এবং উপ -প্রধানকে জানানোর পর বরং দুর্বৃত্তরা দল বেঁধে বাড়িতে এসে মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলে। প্রতিবেশীদের বলে যায় যাতে রিঙ্কু চৌধুরীর পরিবারকে আশ্রয় না দেয়।

গৃহবধুর আরো জানান নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এমন কোন দিন বাদ যায়নি তার বাড়িতে এলাকার গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ সংগঠিত করেনি। এ বিষয়ে মধুপুর থানায় বহুবার ফোন করা হলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্বৃত্তদের নাম লিখে আনে। কিন্তু কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আজকে এই ঘটনার সাক্ষী বলে জানান তিনি। যারা এই ঘটনা সংগঠিত করেছে তারা হল পীযুষ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মে দিবস আসে যায়, তবু শ্রমিকদের ভাগ্য তিমিরেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। পয়লা মে ঐতিহাসিক মে দিবস। ১৮৮৬ সালের পয়লা মে আমেরিকার হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টা কাজ এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দাবিতে পথে নেমেছিলেন শ্রমিকরা। সেই মিছিলে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। শহীদ হয়েছিলেন চারজন শ্রমিক। তখন থেকেই এই দিনটি শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হিসাবে পরিচিত। বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে, প্রায় সবকটি দেশে পালিত হয় মে দিবস। মিছিল, সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় মে দিবস।

ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়েছিল ১ মে, ১৯২৩ সালে। তৎকালীন মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) সমবেত হয়েছিলেন শ্রমিকরা। হিন্দুস্তান লেবার কিষান পার্টি ভারতে প্রথম মে দিবসের আয়োজন করেছিল। বর্তমানে ভারতের প্রায় সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংগঠন মে দিবস পালন করে।

১৯৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের শতবর্ষে প্যারিসে বসে শ্রমিকদের আর্নজাতিক সংগঠন ”সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনালের” মহাসম্মেলন। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী রেমন্ড লাভিনে প্রস্তাব দেন, শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের লড়াইকে শক্তিশালী করতে দেশে দেশে পালন করা হোক মে দিবস। ১৮৯০ সালে ইন্টারন্যাশনালের আরেকটি মহাসম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে আমস্টারডামে সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে দেশে পালিত হবে মে দিবস। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে বিপুল সমারোহে মে দিবস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৯৭ ▫ ১ মে ২০২৩ ইং ▫ ১৭ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ মহান মে দিবস

প্রতি বছর মে মাসের পয়লা তারিখ পালিত হয় "মহান মে দিবস"। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন এটি। দিনের পর দিন লড়াই এবং বহু লড়াই সংগ্রাম করিয়া এই দিনটি সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কাছে এক গৌরবময় দিন। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদযাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলি এদিন নানা মিটিং, মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিনটি পালন করে।১৮৮৬ সালের এই দিনেই শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘটের ডাক দিয়াছিলেন। বিশাল শ্রমিক জমায়েত ও বিক্ষোভ হয়। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান কয়েকজন শ্রমিক। তীব্র আন্দোলনের মুখে পড়িয়া শ্রমিকদের দাবি মানিয়া নিতে বাধ্য হয় সরকার। ভারতে প্রথম "মে দিবস" পালিত হয় ১৯২৩ সালের পয়লা মে। এই দিন চেন্নাইয়ে "মে দিবস" পালন করা হয় লেবার কিষাণ পার্টি অব হিন্দুস্থানের উদ্যোগে। উদ্যোক্তা ছিলেন পার্টির বলিষ্ঠ নেতা মালায়প্পুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। তাঁহার ব্যবস্থাপনা অনুসারে তখনকার মাদ্রাজের দুটি ভিন্ন স্থানে উদযাপিত হয় শ্রমিক দিবস। এই দিনটিতে বিশ্বজুড়িয়া শ্রমিকদের অবদান এবং ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনের কথা স্মরণ করা হইয়া থাকে।মে দিবস আজ হাজার হাজার শ্রমিকের পায়ে চলা মিছিলের কথা, আপসহীন সংগ্রামের কথা বলে। মে দিবস দুনিয়ার শ্রমিকদের এক হওয়ার ব্রত। আন্তর্জাতিক সংগ্রাম আর সৌভ্রাতৃত্বের দিন। শ্রমের মর্যাদা, মূল্য ও ন্যাঘ্য মজুরি শুধু নয়, যুক্তিসংগত কার্যসময় নির্ধারণের আন্দোলনের ১৩৬ বছর। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। -মে দিবসের অর্থ শ্রমজীবী মানুষের উৎসবের দিন , জাগরণের গান , সংগ্রামে ঐক্য ও গভীর প্রেরণা। মে দিবস শোষণ মুক্তির অঙ্গীকার , ধনকুবেরের ত্রাস , দিন বদলের শপথ।

এতো উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হইলেও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? কতক্ষণ কাজ করিলে একজন শ্রমিক কত মজুরি পাইবে? শ্রমিক জীবন এবং ভবিষ্যৎ শ্রমমুক্তির পরে তাহার সন্তানের জীবন কেমন হইবে?অসংখ্য প্রশ্নের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ থেকে দাবি উঠিয়াছিল আট ঘণ্টা কর্মদিবস চাই। এই দাবির অন্তরালে ছিল আর একটি দাবিআট ঘণ্টা কাজ করিয়া এমন মজুরি চাই যেন তাহা দিয়া পরিবার নিয়া মানসম্মত জীবনযাপন করিতে পারি। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি যতই ন্যায়সংগত মনে হোক না কেন, মুনাফা ও মজুরির সংঘাত এত তীব্র যে আলোচনার পথে নয় বরং নিষ্ঠুর দমন ও রক্তাক্ত পথে সরকার ও মালিকরা সেই আন্দোলন দমন করিতে চাহিয়াছিল।

আন্দোলনের পথ কখনই মসৃণ ছিল না। মসৃণ থাকে না। ছিল নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে , জুলুম , অত্যাচারে , প্রতিরোধে , ধর্মঘটে , মিছিলে , সংগ্রামী ঐক্যে রক্তলাঞ্ছিত। মে দিবস একদিনে এই আন্তর্জাতিক চেহারা পায় নি। এর পেছনে রহিয়াছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। রহিয়াছে অনেক রক্তঝরার কাহিনি। জন্মলগ্ন থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রমিকশ্রেণীকে উদয়াস্ত কাজ করিতে হইবে। আঠারো ঘণ্টা , কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল কাজের সময় সীমা। আট ঘণ্টার কর্মদিবসের দাবি এবং কর্মপরিবেশ কিছুটা উন্নত হইলেও আজও শ্রমিকদের পেশাগত জীবনে নিরাপত্তা ও মানবিক অধিকারগুলো অর্জিত হয়নি। আবারও স্পষ্ট হইয়াছে, এ দেশের বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, মৌলিক মানবিক অধিকারগুলো কতটা ভঙ্গুর?

১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করে। ব্যাপক আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ৩ ও ৪ মে। কিন্তু আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য পুলিশ গুলি চালায় এবং ১০ জন শ্রমিক প্রাণ হারায়। সেই সঙ্গে বহু শ্রমিক আহত হয়। গ্রেফতার হয় অগণিত শ্রমিক। শ্রমিক আন্দোলনের এই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ১৮৯০ সাল থেকে বিশ্বের সকল দেশেই মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় মহান মে দিবস। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকারশহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করিয়া পালিত হয়। সেদিন দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হইয়াছিল। তাহাদেরকে ঘিরিয়া থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। আজকের এই দিনে প্রত্যেককে নিজেদের অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রতিবাদ মুখর হইতে হইবে। তাহা হইলেই মে দিবসের সার্থকতা আসিবে।

চোপড়ার সভা থেকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্য ঠিক করে দিলেন অভিষেক

ইসলামপুর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচিতে জেলায় জেলায় ঘুরছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে তিনি বেঁধে দিলেন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের টার্গেট। বললেন, ছাব্বিশে ২৪০ টি আসন পাবে তৃণমূল। রবিবার সকাল থেকে উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জনসংযোগ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর চোপড়ায় প্রথম জনসভা করেন। সেখান থেকেই তিনি বলেন, "তৃণমূলকে হারানো, হঠিয়ে দেওয়া অত সহজ নয়। জনসমর্থন আরও বাড়ছে, বাড়বে। ২০১১ সালে ১৮৪ টি আসন পেয়েছিল তৃণমূল। ২০১৬ সালে ২১১ টি আর ২০২১ সালে ২১৩ আসনে জিতেছে। এবার ছাব্বিশে ২৪০ আসন পাবে তৃণমূল।" তাঁর আরও দাবি, "ইডি, সিবিআই যত নোটিস পাঠাবে, তত আন্দোলন তীব্রতর হবে। আমাকে অনেকবার নোটিস পাঠিয়েছে, আমি গিয়ে হাজিরাও দিয়েছি। কিন্তু লড়াই থামাইনি। এটাই তৃণমূল কংগ্রেস। মনে রাখবেন, ইডি, সিবিআই দেখিয়ে অন্য যে কোনও দলকে দুর্বল করা যায়, কিন্তু তৃণমূলকে নয়।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আইনি লড়াই লড়ায়, সিঙ্ঘভিকে কড়া চিঠি কৌস্তভের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : একদিকে যখন দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে বারংবার আক্রমণ শানাচ্ছে কংগ্রেস। তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আইনি লড়াই লড়ছেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। যা নিয়ে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিকে কড়া চিঠি পাঠালেন আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী।কৌস্তভ বাগচীর পাঠানো চিঠিতে লেখা রয়েছে, "আপনার জন্য কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পেশাদার আইনজীবী হিসেবে কার হয়ে লড়বেন, তা ঠিক করতেই পারেন আপনি। কিন্তু কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা হিসেবে দল ও কর্মীদের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস তৃণমূলের দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু আপনি যখন সেই দলের নেতার হয়ে লড়াই করছেন, তখন আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাংলায় কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা আজ বলছেন, "আমরা আপনার জন্য লজ্জিত।"কৌস্তভ জানান, "অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম সেরা আইনজীবী তা নিয়ে সন্দেহ নেই। উনি কার হয়ে মামলা লড়বেন সম্পূর্ণ ওনার সিদ্ধান্ত। কিন্তু ওনার ভুলে গেলে চলবে না যে দলের উনি বর্ষীয়ান নেতা। দলের কর্মীদের প্রতি ওনার দায়বদ্ধতা রয়েছে। এখন যখন পশ্চিমবঙ্গে আমরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করছি। এরা লড়তে গিয়ে আমাদের দলের কর্মীদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। তাঁদের ঘর ছাড়া হতে হচ্ছে। এত কিছুর পরও আমরা মানুষের কাছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিচ্ছি।"

১০০তম 'মন কি বাতে' প্রধানমন্ত্রী

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। আজ "মান কি বাত"-এর শততম পর্ব। আপনাদের হাজার হাজার চিঠি পেয়েছি আমি, লক্ষ-লক্ষ বার্তা এসে পৌঁছেছে আর আমি চেষ্টা করেছি যাতে বেশি-বেশি চিঠি পড়ে উঠতে পারি, দেখতে পারি, বার্তার মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারি। আপনাদের চিঠি পড়তে গিয়ে অনেক বার আমি আপ্লুত হয়েছি, আবেগে পূর্ণ হয়েছি, ভেসে গিয়েছি আবেগে এবং আবার নিজেকে সামলে নিয়েছি। আপনারা আমাকে 'মন কি বাত'-এর শততম পর্ব উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন; কিন্তু আমি হৃদয়ের অন্তর থেকে বলছি, প্রকৃতপক্ষে অভিনন্দনের পাত্র তো আপনারা, মন কি বাতের শ্রোতারা, আমাদের দেশবাসী। 'মন কি বাত' কোটি কোটি ভারতীয়র মনের কথা, তাঁদের ভাবনার প্রকাশ।

বন্ধুরা, ২০১৪ সালের তেসরা অক্টোবর, বিজয়া দশমীর সেই উৎসব ছিল আর আমরা সবাই মিলে বিজয়া দশমীর দিনে 'মন কি বাত'-এর যাত্রা শুরু করেছিলাম। বিজয়া দশমী অর্থাৎ অশুভের বিরুদ্ধে শুভর বিজয়ের উৎসব। 'মন কি বাত'ও দেশবাসীর যা কিছু ভালো, যা সদর্থক তার এক অনন্য উৎসব হয়ে উঠেছে। এমন এক উৎসব যা প্রত্যেক মাসে আসে, যার প্রতীক্ষা আমাদের সবার থাকে। আমরা এখানে সদর্থক ভাবনার উদ্যাপন করি। আমরা এখানে জনগণের অংশগ্রহণের উদ্যাপনও করি। অনেক সময় বিশ্বাসই হয় না যে 'মন কি বাত' এত মাস আর এত বছর পেরিয়ে এল। নিজগুণে প্রত্যেকটি পর্বই বিশেষ। প্রত্যেক বার নতুন উদাহরণের নবীনত্ব, প্রত্যেক বার দেশবাসীর নতুন-নতুন সাফল্যের বর্ণনা। 'মন কি বাত'-এ দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে মানুষ যুক্ত হয়েছেন, সব বয়সের মানুষ যুক্ত হয়েছেন। বেটি বচাও-বেটি পড়াওয়ের আলোচনা হোক, স্বচ্ছ ভারত আন্দোলন হোক, খাদির প্রতি ভালোবাসা হোক অথবা প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা, আজাদী-কে-অমৃত মহোৎসব হোক অথবা অমৃত সরোবরের কথা হোক, 'মন কি বাত' যে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেটা, জন-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে আর আপনারা সেটা তৈরি করেছেন। যখন আমি, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সঙ্গে 'মন কি বাত' করেছিলাম, তখন এর আলোচনা হয়েছিল গোটা বিশ্ব জুড়ে।

বন্ধুরা, আমার জন্য 'মন কি বাত' তো অন্যের গুণের পূজো করার মতই। আমার এক পথপ্রদর্শক ছিলেন — শ্রী লক্ষ্মণরাও জী ইনামদার। আমি তাঁকে উকিল সাহেব বলে ডাকতাম। উনি সবসময় বলতেন যে অন্যের গুণাবলীর পূজো করা উচিত। সামনে যেই থাকুন, আপনার পক্ষের হোন, আপনার বিরোধী হোন, তাঁর ভালো গুণাবলীর কথা জানার, তাঁর থেকে শেখার প্রচেষ্টা করা উচিত আমাদের। তাঁর এই কথা সবসময় আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। অন্যের গুণ থেকে শেখার খুব বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে মন কি বাত।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এই অনুষ্ঠান আমাকে কখনোই আপনাদের থেকে দূরে যেতে দেয়নি। আমার মনে আছে, যখন আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মেলামেশা হয়ে যেত। মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম এবং কার্যকাল এমনই হয়ে থাকে যে মেলামেশার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ২০১৪ তে দিল্লিতে আসার পর আমি বুঝেছিলাম যে এখানকার জীবন অনেকটাই আলাদা। কাজের ধরন আলাদা, দায়িত্ব আলাদা, স্থিতি-পরিস্থিতির বন্ধন, সুরক্ষার আয়োজন, সময়ের সীমা। শুরুর দিকে একটু অন্যরকম অনুভূতি হত, ফাঁকা ফাঁকা মনে হতো। ৫০ বছর আগে আমি নিজের ঘর এই জন্য ছাড়েনি যে, একদিন নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা মুশকিল হয়ে যাবে এটা ভেবে। যে দেশবাসী আমার সবকিছু, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না। "মন কি বাত" আমাকে এই চ্যালেঞ্জের সমাধান দিয়েছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে জুড়ে থাকার পথ খুঁজে দিয়েছে। পদমর্যাদা এবং প্রোটোকল, একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং কোটি কোটি জনমতের সঙ্গে আমার ভাবনা, বিশ্বের এক অটুট অঙ্গে পরিণত হয়েছে। প্রতিমাসে আমি দেশের মানুষের পাঠানো হাজার হাজার বার্তা পড়ি, প্রতিমাসে আমি দেশবাসীর একের পর এক অনন্য স্বরূপ দেখি। আমি দেশবাসীর তপস্যা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখি, অনুভব করি। আমার মনেই হয় না যে আমি আপনাদের থেকে একটুও দূরে আছি। আমার জন্য 'মন কি বাত' শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, আমার জন্য এটা এক আস্থা, পূজা, ব্রত। যেমনভাবে মানুষ ঈশ্বরের পুজো করতে গেলে প্রসাদের থালা নিয়ে যায়, আমার জন্য 'মন কি বাত' ঈশ্বররূপী জনতা জনার্দনের চরণে প্রসাদের থালার মত। 'মন কি বাত' আমার মনের এক আধ্যাত্মিক যাত্রা।

"মন কি বাত" স্ব থেকে সমষ্টির যাত্রা।

"মন কি বাত" অহম থেকে বয়ম এর যাত্রা।

এ তো "আমি" নয়, " তুমি " র মধ্যে দিয়েই এর সংস্কার সাধনা।

আপনি কল্পনা করুন, আমার কোন এক দেশবাসী ৪০-৪০ বছর ধরে নির্জন পাহাড়ি এবং বন্ধ্যা জমিতে গাছ লাগাচ্ছে, কত মানুষ ৩০-৩০ বছর ধরে জল সংরক্ষণের জন্য কুঁয়ো এবং পুকুর তৈরি করছে, সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে। কেউ আবার ২৫-৩০ বছর ধরে গরিব বাচ্চাদের পড়াচ্ছে, কেউ গরিব বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য করছে। কতবার 'মন কি বাত'-এ তাদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি ভাবুক হয়ে পড়েছি। আকাশবাণীর বন্ধুদের কতবার সেটা আবার নতুন করে রেকর্ড করতে হয়েছে। আজ, অতীতের কতকিছু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেশবাসীর এই প্রয়াস আমাকে ক্রমাগত কাজ করে যাওয়ার প্রেরণা দেয়।

বন্ধুরা, 'মন কি বাত'-এ যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাঁরা আমাদের হিরো, তাঁদের জন্যই এই অনুষ্ঠান জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আজ যখন আমরা শততম পর্বের দোরগোড়ায়, আমার ইচ্ছে আরও একবার, এই হিরোদের কাছে গিয়ে তাঁদের যাত্রাপথ সম্পর্কে জানি। আজ আমরা কিছু বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলারো চেষ্টা করব। দূরভাষে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, হরিয়ানা থেকে ভাই সুনিল জাগলানজি। আমার মনের ওপর সুনিল জাগলানজির কাজের গভীর প্রভাব পড়ে, কারণ হরিয়ানাতে ত্ত্বদ্রত্মত্রন্দ্র স্খঠ্ঠদ্র বিষয়টি খুবই চর্চায় থাকে। আমিও "বেটি বাচাও - বেটি পড়াও" অভিযান হরিয়ানা থেকেই আরম্ভ করি। আর এর মধ্যে যখন সুনীলজির "selfie with daughter" campaign, আমার দৃষ্টিগোচর হয়, আমি খুব আনন্দিত হই। আমিও ওনার থেকে শিক্ষালাভ করি, এবং ওনাকে 'মন কি বাত'-এর অংশ করেনি। দেখতে দেখতে "selfie with daughter" এক Łobal campaign হয়ে উঠেছে। এই campaign এর মূখ্য বিষয় selfie !Sé¡ ly– technology ছিলোনা, কন্যাসন্তানকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের জীবনে মেয়েদের গুরুত্ব যে অসীম, এই অভিযানের ফলে এই কথাই স্পষ্ট হয়। আর আজ, তার এই অভিযানের ফল স্বরূপ, হরিয়ানাতে ত্ত্বদ্রত্মত্রন্স্খঠ্ঠদ্র উন্নত হয়েছে। আসুন, আজ সুনীল বাবুর সঙ্গে কিছুটা গল্প করি।

প্রধানমন্ত্রীজি - নমস্কার সুনীলজি।

সুনীল জি - নমস্কার স্যার। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমার আনন্দ আরও বেড়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রীজি - সুনীলজি, selfie with daughter, অভিযান সবার মনে আছে। এখন এই বিষয়টি আবার চর্চায় এসেছে, আপনার কেমন লাগছে?

সুনীল জি - আসলে আপনি আমাদের প্রদেশ হরিয়ানাতে, মেয়েদের মুখে হাসি ফোটানোর ক্ষেত্রে পানিপথের যে চতুর্থ লড়াই শুরু করেছেন, এবং আপনার নেতৃত্বে সারা দেশের মানুষ যে যুদ্ধ জেতার চেষ্টা করেছেন, এটা আমি, আমার মত সব মেয়েদের বাবা ও মেয়েদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে খুব বড় ব্যাপার।

প্রধানমন্ত্রীজি - সুনীল জি, আপনার মেয়ে এখন কেমন আছে, আজকাল কী করছে?

সুনীল জি - হ্যাঁ, আমার মেয়েরা নন্দনী আর ইয়াচিকা, একজন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে, একজন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে এবং তারা আপনার অনেক বড় ভক্ত এবং তারা তাদের সহপাঠীদের আপনাকে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখতে উৎসাহিতও করেছিল।

প্রধানমন্ত্রীজি - বাহবাহ সোনা মেয়েদের আপনি আমার এবং 'মন কি বাত'-এর শ্রোতাদের তরফ থেকে অনেক আশীর্বাদ দেবেন।

সুনীল জি - আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার কারণে দেশের মেয়েদের মুখের হাসি ক্রমাগত বাড়ছে।

প্রধানমন্ত্রীজি - আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুনীলজি।

সুনীল জি - ধন্যবাদ।

বন্ধুরা, আমি খুবই সন্তুষ্ট যে "মন কি বাত"-এ আমরা দেশের নারীশক্তির শত শত অনুপ্রেরণামূলক গল্পের উল্লেখ করেছি। সে আমাদের সেনাবাহিনীই হোক বা ক্রীড়া জগৎ, আমি যখনই নারীদের সাফল্যের কথা বলেছি, তা বেশ প্রশংসিত হয়েছে। যেমন আমরা ছত্তিশগড়ের দেউর গ্রামের মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করেছি। এই মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে গ্রামের চত্বর, রাস্তা এবং মন্দির পরিষ্কার করার অভিযান চালান। একইভাবে, এই দেশ তামিলনাড়ুর আদিবাসী মহিলাদের থেকেও ভীষণ অনুপ্রাণিত হয়েছে, যারা হাজার হাজার ইকো-ফ্রেন্ডলি টেরাকোটা কাপ রপ্তানি করেছিলেন। খোদ তামিলনাড়ুতে, ভেলোরে নাগ নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে ২০ হাজার মহিলা একত্রিত হয়েছিল। এই ধরনের অনেক অভিযান আমাদের নারী শক্তির নেতৃত্বে হয়েছে এবং "মন কি বাত" তাদের প্রচেষ্টাকে সামনে আনার একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।

বন্ধুরা, এখন আমাদের ফোন লাইনে আরও একজন ভদ্রলোক আছেন। তাঁর নাম মনজুর আহমেদ। "মন কি বাত"-এ, জম্মু ও কাশ্মীরের পেন্সিল স্লেট সম্পর্কে কথা বলার সময় মনজুর আহমেদজির উল্লেখ করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীজি - মনজুর সাহেব, কেমন আছেন?

মনজুর জি - ধন্যবাদ স্যার... খুব ভালো আছি স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - 'মন কি বাত'-এর এই শততম পর্বে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

মনজুর জি - ধন্যবাদ স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - আচ্ছা এই পেন্সিল স্ন্যাক্ষ্ম এর কাজ কিরকম চলছে?

মনজুর জি - খুব ভালো ভাবে চলছে স্যার, যেদিন থেকে আপনি আমাদের কথা 'মন কি বাত'-এ বলেছেন তখন থেকে আমাদের কাজ আরো বেড়ে গেছে আর অন্যদেরও রোজগার বেড়ে গেছে এই কাজের মাধ্যমে।

প্রধানমন্ত্রীজি - কতজন লোক এখন রোজগার করেন এর থেকে?

মনজুর জি - এখন আমার কাছে ২০০-এরও বেশী লোক আছে।

প্রধানমন্ত্রীজি - আরে বাহ! আমি শুনে খুব খুশি হলাম।

মনজুর জি - হ্যাঁ স্যার, আর এক-দু'মাসে আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করছি, এতে আরো ২০০ জনের রোজগার বেড়ে যাবে স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি — বাহবাহদেখুন মঞ্জুর জি...

মনজুর জি - হ্যাঁ স্যার..

প্রধানমন্ত্রীজি - আমার খুব মনে আছে আপনি ওইদিন বলেছিলেন যে এটা এমন একটা কাজ যার কোনো পরিচিতি নেই, আপনার নিজস্ব কোনো পরিচিতি নেই, যার জন্য আপনার অনেক কষ্ট হতো, অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে আপনাকে কাজ করতে হয়েছে আপনি বলেছিলেন, কিন্তু এখন তো আপনি প্রসিদ্ধও হয়ে গেছেন আর আপনার জন্য ২০০-রও বেশি মানুষ রোজগার করছেন।

মনজুর জি - হ্যাঁ স্যার.. হ্যাঁ স্যার..

প্রধানমন্ত্রীজি - আর এই নতুন এক্সপ্যানশন এর মাধ্যমে আরো ২০০ জনের রোজগারের সংস্থান হবে,এটা আরো খুশির খবর।

মনজুর জি - এমনকি স্যার এর ফলে এখানকার কৃষক বন্ধুরাও অনেক উপকৃত হয়েছেন। ২০০০ টাকার গাছ এখন ৫০০০টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এত ডিমান্ড বেড়ে গেছে তারপর থেকে, আর এই ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিতিও বেড়ে গেছে, তাই অনেক অর্ডারও আসছে, আর সামনের এক-দু'মাসে এক্সপ্যান্ড করার পর আরো আশেপাশের বেশ কিছু গ্রামের যত যুবক-যুবতীদের এই কাজে নিয়োজিত করা যায় ততই তাদের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা হতে পারবে স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - দেখুন মঞ্জুর জি ভোকাল ফর লোকাল এর শক্তি কতটা অভূতপূর্ব হতে পারে তা আপনি পৃথিবীর মাটিতে করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

মনজুর জি - হ্যাঁ স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - আমার পক্ষ থেকে আপনাকে, গ্রামের সকল কৃষক বন্ধুদের এবং আপনার সঙ্গে কাজ করছেন এমন সমস্ত বন্ধুদের অনেক অনেক শুভকামনা। ধন্যবাদ ভাই।

মনজুর জি - ধন্যবাদ স্যার।

বন্ধুরা, আমাদের দেশে এমন অনেক প্রতিভাবান মানুষ রয়েছেন, যারা কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন। আমার মনে আছে বিশাখাপত্তনমের বেঙ্কট মুরলী প্রসাদ জি একটা "আত্মনির্ভর ভারত chartó' share করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন কিভাবে তিনি আরো বেশি পরিমাণে ভারতীয় products ব্যবহার করবেন। যখন বেতিয়ার প্রমোদ জি জ্রঙ্কঙ্গ বাল্ব বানানোর ছোট একটা ইউনিট শুরু করেন বা গড়-মুক্তেশ্বর"এর সন্তোষ জি গ্গঞ্চঠ্ঠ্যা তৈরি করার কাজ শুরু করেন তখন "মন কি বাত" অনুষ্ঠানই তাদের সেই উৎপাদিত পণ্যকে সবার সামনে তুলে ধরার মাধ্যম হয়ে ওঠে। আমরা Make in India"র অনেক দৃষ্টান্ত থেকে শুরু করে ছদ্মখত্বত্র স্ফ্রঠ্ঠন্ঠ-ড্ডান্ন পর্যন্ত বহু আলোচনা "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে করেছি।

বন্ধুরা, আপনাদের হয়তো মনে আছে বেশ কিছু এপিসোড আগে আমি আমাদের মণিপুরের বোন বিজয়শান্তি দেবীর কথা বলেছিলাম। বিজয়শান্তি জি পদ্ম-ফুলের আঁশ থেকে জামাকাপড় তৈরী করেন। "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে তার এই অনন্য ecoéŸéfriendly idea নিয়ে কথা হয়, আর সেজন্য তার এই কাজ আরো দ্মদ্রদ্মন্ডখ্ন হয়ে গেছে। আজ বিজয়শান্তি জি আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীজি - নমস্কার বিজয় শান্তি জি। কেমন আছেন?

বিজয়শান্তি জি - ছ্ব, আমি ভালো আছি।

প্রধানমন্ত্রীজি - আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে?

বিজয়শান্তি জি - ছ্ব, এখন আমি ৩০ জন মহিলাকে নিয়ে কাজ করছি।

প্রধানমন্ত্রীজি - এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি তাহলে ৩০ জনের দল তৈরি করে ফেলেছেন!

বিজয়শান্তি জি - হ্যাঁ স্যার, এ বছর আরো বাড়তে পারে, ১০০ জনকে দলে পেতে পারি, আমার এলাকা থেকে।

প্রধানমন্ত্রীজি - অর্থাৎ আপনার লক্ষ্য ১০০ জন মহিলা।

বিজয়শান্তি জি - হ্যাঁ! ১০০ জন মহিলা।

প্রধানমন্ত্রীজি - আর এখন মানুষ lotus stem fiberé-এর (পদ্ম ডাটার আঁশের) সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

বিজয়শান্তি জি - হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত"-এর মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ এর কথা জানেন।

প্রধানমন্ত্রীজি - তাহলে এটা এখন ভীষণ জনপ্রিয়।

বিজয়শান্তি জি - হ্যাঁ স্যার , এখন সবাই প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত"-এর মাধ্যমে লোটাস ফাইবারের কথা জানেন।

প্রধানমন্ত্রীজি - তাহলে আপনারা বাজারেও পৌঁছতে পেরেছেন?

বিজয়শান্তি জি - হ্যাঁ আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বাজারে পৌঁছতে পেরেছি, এবং তাঁরা বৃহৎ পরিমাণে এই সামগ্রী কিনতে চান, এবং আমি এ বছর থেকে আমেরিকাতে আমার জিনিস রপ্তানি করতে চাই।

প্রধানমন্ত্রীজি - তাহলে আপনি এখন রপ্তানি ব্যবসাদার হয়ে গেছেন?

বিজয়শান্তি জি - হ্যাঁ, এ বছর থেকে আমরা ভারতীয় নদ্রঙ্কঙ্খত্নত্রন্-এর তৈরি সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করব।

প্রধানমন্ত্রীজি - মানে আমার বলা ভোকাল ফর লোকাল এখন লোকাল ফর গ্লোবাল হয়ে গেছে?

বিজয়শান্তি জি - হ্যাঁ, স্যার, আমি এখন আমার সামগ্রী সারা পৃথিবীতে রপ্তানি করতে চাই।

প্রধানমন্ত্রীজি - আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বিজয়শান্তি জি - ধন্যবাদ, স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - ধন্যবাদ বিজয়শান্তি জী।

বিজয়শান্তি জি - ধন্যবাদ, স্যার।

বন্ধুরা, "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের আরেকটা বিশেষত্ব আছে। "মন কি বাত"-এর মাধ্যমে বহু জন আন্দোলন জন্মেছে এবং গতি নিয়েছে। যেমন আমাদের খেলনা, আমাদের ঠ্ঠদ্রহ্রত্মন্ডস্ফ্রা-কে আবার প্রতিষ্ঠিত করার মিশন "মন কি বাত"-এই শুরু হয়েছিল। আমাদের দেশীয় প্রজাতির কুকুর, দেশি ডগস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও শুরু হয়েছিল "মন কি বাত"-এই। আমরা আরেকটি কাজও শুরু করেছিলাম, যে গরীব, ক্ষুদ্র দোকানদারদের সঙ্গে দরদাম করব না, ঝগড়া করব না। প্রতি ঘরে তেরঙ্গার মত কঠিন প্রকল্পে নামার সময় দেশবাসীকে এই ব্রতে ব্রতী করার ভূমিকাও "মন কি বাত" বিরাট রূপে পালন করে।

এইরূপ প্রতিটি দৃষ্টান্ত সমাজে পরিবর্তন এনেছে। সমাজকে প্রেরণা জোগানোর এরকম প্রতিজ্ঞা প্রদীপ সাংওয়ান মহাশয়ও নিয়েছেন। "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে আমরা প্রদীপ সাংওয়ানের ealing Himalayas অভিযানের কথা আলোচনা করেছিলাম। উনি এখন ফোনলাইনে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে।

প্রধানমন্ত্রীজি - প্রদীপ জি, নমস্কার!

প্রদীপজি - স্যার, জয় হিন্দ!

প্রধানমন্ত্রীজি - জয় হিন্দ, জয় হিন্দ ভাই! কেমন আছেন আপনি?

প্রদীপজি - স্যার, খুব ভালো। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আরো ভালো লাগছে।

প্রধানমন্ত্রীজি - আপনি হিমালয়কে হিল (ত্ত্বখন) করার কথা ভেবেছেন।

প্রদীপজি - হ্যাঁ, স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - এ বিষয়ে কর্মসূচিও চালিয়েছেন। আজকাল আপনার ক্যাম্পেন কেমন চলছে?

প্রদীপজি - স্যার, খুব ভালো চলছে। আগে যতটা কাজ আমরা পাঁচ বছরে করতাম, ২০২০ সাল থেকে সেটা মোটামুটি এক বছরে হয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীজি - আরে বাঃ!

প্রদীপজি - হ্যাঁ, স্যার। শুরুতে খুব নার্ভাস ছিলাম। খুব ভয় করত এ কথা ভেবে যে, জীবনভর এই কাজ করতে পারব কিনা। কিন্তু তারপর কিছুটা সাপোর্ট পেলাম। সত্যি কথা বলতে, ২০২০ পর্যন্ত আমরা খুব ওনেস্টলি স্ট্রাগল করেছি। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিলেন। এমন অনেক মানুষ ছিলেন যারা সাপোর্ট করতে পারছিলেন না। আমাদের অভিযানের দিকে সেভাবে গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশও করছিলেন না। কিন্তু ২০২০ এর পরে, অর্থাৎ "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে আপনি উল্লেখ করার পর থেকে অনেক কিছু বদলে গেল। আগে আমরা বছরে ছয় - সাতটা, বড়জোর দশটা ক্লিনিং ড্রাইভ করতে পারতাম। আর আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে আমরা ডেইলি বেসিসে পাঁচ টন জঞ্জাল একত্র করি। আলাদা আলাদা লোকেশনে।

প্রধানমন্ত্রীজি - আরে বাঃ!

প্রদীপজি - স্যার, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি একটা সময় প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার পর্যায়ে ছিলাম। কিন্তু "মন কি বাত"-এ আপনি উল্লেখ করার পর থেকে আমার জীবনে অনেক কিছু বদলে গেল, আর সব কিছু স্পিড আপ হয়ে গেল যা আমরা কখনো ভাবিনি। সো আই অ্যাম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল। জানি না কী ভাবে আমাদের মতো মানুষদের আপনি খুঁজে পেলেন। হিমালয়ের কোন সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এত অল্টিচুডে বসে আমরা কাজ করছি। সেখান থেকেও আপনি আমাদের খুঁজে নিয়েছেন। আমাদের কাজকে সারা পৃথিবীর সামনে নিয়ে এসেছেন। তো আমার জন্য খুব ইমোশনাল মোমেন্ট ছিল, আর আজ তাই। কারণ আমাদের দেশের যিনি প্রথম সেবক তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। আমার জন্য এর থেকে বড় সৌভাগ্যের কথা আর কিছু হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রীজি - প্রদীপ জি আপনি হিমালয়ের চূড়ায় প্রকৃত অর্থেই সাধনা করছেন আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এখন আপনার নাম শুনলেই সকলের এটা মনে পড়বে যে আপনি কিভাবে পাহাড়ের স্বচ্ছতা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

প্রদীপজি - হ্যাঁ স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - আর যেমন আপনি বললেন যে এখন একটি বিরাট টিম তৈরি হতে চলেছে আর আপনি প্রতিদিন এত বড় মাপের কাজ করে চলেছেন।

প্রদীপজি - হ্যাঁ স্যার।

প্রধানমন্ত্রীজি - আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে এই প্রচেষ্টার ফলে, এই বিষয়ের আলোচনার ফলে অনেক পর্বতারোহী স্বচ্ছতা অভিযানের ফটো পোস্ট করছেন।

প্রদীপজি - হ্যাঁ স্যার। অনেকেই।

প্রধানমন্ত্রীজি - এটা ভালো বিষয় যে আপনাদের মত বন্ধুদের কারণে ওয়েস্ট ইজ অলসো অ্যা ওয়েলথ এই কথাটা মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। আর পরিবেশেরও সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে, আর হিমালয় যা আমাদের অহংকার তার সুরক্ষা, সৌন্দর্য রক্ষা এবং সাধারণ মানুষরা এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। প্রদীপ জি খুব ভালো লাগছে আমার। অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই।

প্রদীপজি - ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।

বন্ধুরা, আজ দেশে ট্যুরিজম খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করছে। আমাদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী, পাহাড়, জলাশয় অথবা আমাদের তীর্থস্থান এই সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরী। এটা ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক সাহায্য করবে। পর্যটনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া মুভমেন্টের কথাও অনেকবার বলেছি। এই মুভমেন্টে মানুষ প্রথমবার এমন অনেক স্থানের বিষয়ে জানতে পেরেছে যা হয়তো তাদের খুব কাছাকাছি ছিল। আমি সবসময়ই বলি যে আমাদের বিদেশে ট্যুরিজমের ব্যাপারে যাওয়ার আগে আমাদের দেশে কমপক্ষে ১৫টি টুরিস্ট ডেস্টিনেশনে যাওয়া উচিত এবং সেই ডেস্টিনেশন গুলো যে রাজ্যে আপনি থাকেন, অবশ্যই সেই রাজ্যের হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ আপনার রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যে যাওয়া উচিত। এইভাবে আমরা স্বচ্ছ সিয়াচিন, single use plastic এবং ত্র-éwaste এর মত গুরুতর বিষয়েও ক্রমাগত বলেছি। আজ সারা বিশ্ব পরিবেশের যে issue নিয়ে বিশেষভাবে নাজেহাল, সেই সমস্যা সমাধানে "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের এই প্রয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধুরা, এবার আমি "মন কি বাত" অনুষ্ঠানটি নিয়ে ইউনেস্কোর ডিজি অড্রে আজুলের আরেকটি বিশেষ বার্তা পেয়েছি। তিনি শততম পর্বের এই অবিস্মরণীয় যাত্রার জন্য সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এছাড়াও, তিনি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আসুন প্রথমে ইউনেস্কোর ডিজির মনের কথা শোনা যাক।

অডিও UNESCO DG

ডিজি ইউনেস্কো: নমস্কার মহামান্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী; 'মন কি বাত' রেডিও সম্প্রচারের শততম পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। ইউনেস্কো এবং ভারতের একটি দীর্ঘ সাদুর্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্নক্ষেত্রে আমাদের যৌথভাবে খুবই শক্তিশালী অংশীদারিত্ব রয়েছে - শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, তথ্য এবং আমি আজ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে চাই। ড্ডঙ্কচ্ছঞ্জ, তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কাজ করছে যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রত্যেকে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ পায়। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ হওয়ার সুবাদে, এই লক্ষ্য অর্জনের ভারতীয় পন্থা আপনি অনুগ্রহ করে বিশ্লেষণ করুন। ড্ডঙ্কচ্ছঞ্জ সংস্কৃতিকে সমর্থন এবং ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্যও কাজ করে এবং ভারত এই বছর ও-২০-এর সভাপতিত্ব করছে। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ব নেতারা আসতে চলেছে দিল্লিতে। মহামান্য, ভারত কিভাবে সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক এজেন্ডার শীর্ষে রাখতে চায়? আমি আবারও এই সুযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং ভারতের জনগণকে আপনার মাধ্যমে আমার অনেক শুভকামনা জানাই.... শীঘ্রই দেখা হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

প্রধানমন্ত্রী মোদি: আপনাকে ধন্যবাদ, মহামান্য। শততম "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরে আমি অভিভূত। আমি আরও খুশি যে আপনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির মতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন।

বন্ধুরা, ইউনেস্কোর ঙ্গও Education G Cultural Preservation, অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ক্ষেত্রে ভারতের প্রচেষ্টার বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। এ দুটি 'মন কি বাত" অনুষ্ঠানের খুব পছন্দসই বিষয়।

শিক্ষা হোক বা সংস্কৃতি, তার সংরক্ষণ বা উন্নয়ন যে বিষয়েই কথা হোক না কেন, ভারতের এ এক প্রাচীন পরম্পরা। এই বিষয়ে আমাদের দেশে যা কাজ চলছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। National Education Policy হোক বা স্থানীয় ভাষায় পড়াশোনার বিকল্প ব্যবস্থা হোক বা Education-এ Technology Integration হোক, আপনি এরকম অনেক প্রচেষ্টার নিদর্শন অনেক দেখতে পাবেন। অনেক বছর আগে গুজরাটে উন্নততর শিক্ষা প্রদান ও 'Dropout Rates' কম করার লক্ষ্যে 'গুণোৎসব ও শালা প্রবেশোৎসব'-এর মতো অনুষ্ঠানে জনগণের যোগদানের মাধ্যমে এক অনন্য উদাহরণ তৈরি হয়েছিল। 'মন কি বাত"-এ আমরা এরকম কত জনের প্রচেষ্টাকে Highlight করি, যারা নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন। আপনাদের হয়তো মনে আছে, একবার আমরা উড়িষ্যায় ঠেলার উপর চা বিক্রেতা স্বর্গীয় ডি. প্রকাশ রাউজি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, যিনি গরিব বাচ্চাদের শিক্ষিত করে তোলার মিশনে কাজ করছিলেন। ঝাড়খণ্ডের গ্রামে Digital Library চালানো সঞ্জয় কাশ্যপ জি হোন, বা Covidé-এর সময় EéŸélearningéŸéএর মাধ্যমে বাচ্চাদের সাহায্যকারী হেমলতা এন কে জি হোন, এমন অসংখ্য শিক্ষকদের উদাহরণ আমরা 'মন কি বাত"-এ নিয়ে এসেছি। আমরা Cultural Preservation সম্পর্কিত প্রচেষ্টাকেও 'মন কি বাত" অনুষ্ঠানে ক্রমাগত স্থান দিয়েছি।

লাক্ষাদ্বীপের জ্ঞ্জ্বদ্বত্রন Brothers Challengers Club হোক, বা কর্ণাটকের কোয়েমশ্রী জির 'কলা চেতনার' মতো মঞ্চ হোক, দেশের প্রতিটি কোন থেকে মানুষ এরকম বহু উদাহরণ আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছেন। আমরা সেই তিন Competitioné- এর বিষয়েও কথা বলেছি যা দেশভক্তির উপর 'গীত', 'লোরি'(ঘুমপাড়ানি গান) ও 'রঙ্গলি'র সঙ্গে যুক্ত। আপনাদের মনে থাকবে একবার আমরা সমগ্র দেশে Story Tellers-এর দ্বারা ছ্ঠদ্রন Tellingéএর মাধ্যমে শিক্ষায় ভারতীয় বিধান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমার অটুট বিশ্বাস এই সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বড় থেকে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই বছর আমরা যখন আজাদীর অমৃতকালে এগিয়ে চলেছি, তখন ও-২০র সভাপতিত্বও করছি। এটাও আরেকটা কারণ যে ক্কন্ডত্থঠ্ঠদ্রদ্র-এর সঙ্গে স্থস্তত্রন্স্ত্র ওনদ্রত্থখন ঙ্খন্ডঞ্চঠ্ঠত্রন্ কে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের সংকল্প আরো মজবুত হয়েছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের উপনিষদের এক মন্ত্র শত শত বছর ধরে আমাদের প্রেরণা দিয়ে এসেছে।

চরৈবতি চরৈবতি চরৈবতি।

চলতে থাকো - চলতে থাকো - চলতে থাকো।

আজ আমরা এই এগিয়ে চলার চরৈবতি মন্ত্র নিয়েই 'মন কী বাত'-এর শততম পর্বে এসে পৌঁছেছি। 'মন কি বাত' মালার সুতোর মত। যে কিনা ভারতের সামাজিক বিভিন্ন খন্ড খন্ড বিষয়কে দৃঢ়বদ্ধ করে রেখেছে এবং যা সকলের মনকে এক এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে। প্রত্যেক পর্বেই দেশবাসী তাদের সেবা ও সামর্থ্য দিয়ে অন্যকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক দেশবাসী ওপর দেশবাসীর প্রেরণা উৎস হয়ে উঠেছেন। সেভাবে দেখতে গেলে, 'মন কি বাত'-এর প্রতি পর্ব তার পরবর্তী পর্বের জমি তৈরি করে রাখে। মন কি বাত সর্বদাই সদিচ্ছা, সেবা ও কর্তব্যকে সঙ্গী করেই এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার অমৃতকালে এই পসিটিভিটিই দেশকে সামনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে, এবং আমার আনন্দ হচ্ছে ভেবে, যে, মন কি বাতের হাত ধরে যে নতুন এক দিগন্তের শুরু হল, তা দেশের এক নতুন পরম্পরাও তৈরি করতে চলেছে। এ এমন এক পরম্পরা, যার মধ্যে সবার সবরকম প্রয়াস একত্রে প্রতিভাত হয়।

বন্ধুগণ, আজ আমি আকাশবাণীর বন্ধুদেরও ধন্যবাদ দিতে চাই, যাঁরা প্রভূত ধৈর্যের সঙ্গে এই সম্পূর্ন অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করেন। সেসকল অনুবাদকেরা, যাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, অতি দ্রুত ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেন, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আমি দূরদর্শন এবং My Gov এর বন্ধুদেরও ধন্যবাদ দিতে চাই। সারা দেশের টিভি চ্যানেল এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মানুষেরা, যাঁরা মন কি বাতের এই সম্প্রচার কোনরকম বিজ্ঞাপন বিরতি ছাড়াই প্রচার করে থাকেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। এবং সবশেষে, ভারতবাসী এবং ভারতের ওপর আস্থা রেখেছেন এমন সকল মানুষ, যাঁরা 'মন কী বাত'-এর রাশ ধরে রেখেছেন, আমি তাঁদের প্রতিও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। এই সবকিছু, আপনাদের প্রেরণা এবং আপনাদের ক্ষমতার জন্যেই সম্ভবপর হলো।

বন্ধুরা, বস্তুতই আজ এতো কিছু আমার বলতে ইচ্ছে করছে, যে তার জন্য সময় এবং শব্দ দুইই কম মনে হচ্ছে। কিন্তু, আমার বিশ্বাস আছে যে, আপনারা নিশ্চয়ই আমার মনের সেই ভাব, সেই সকল ভাবনার কথা বুঝতে পারছেন। মন কি বাতের মাধ্যমে আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে আপনাদের মাঝে থেকেছি, আপনাদের মাঝেই থাকবো আগামীতেও। সামনের মাসে আমরা আবার একবার মিলিত হবো। আবারও কিছু নতুন বিষয়, কিছু নতুন তথ্যের সঙ্গে দেশবাসীর সাফল্যের উদ্যাপন করবো। ততক্ষণের জন্য আমায় বিদায় জানাবেন এবং নিজের ও আপনার জনদের খুবই খেয়াল রাখবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের শততম পর্ব রবিবার, দেশবাসীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : আজ রবিবার ৩০ এপ্রিল মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০০-তম পর্বে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বেলা ১১-টায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে জনগণের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনা যাবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রায় সবকটি প্রচার তরঙ্গে বেলা ১১-টা থেকে। এছাড়াও পিএমও, এআইআর, নিউজ, ডিডি নিউজ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শোনার জন্য দেশবাসীও যথেষ্ট উদগ্রীব থাকেন। এবার প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

মন কি বাত' আমার মনের কথা নয়। এই দেশের জনতা জনার্দনের মনের কথা। যা আমার পথ চলার কাজে এসেছে। গুজরাটে যখন ছিলাম, তখন ভাবিনি প্রধানমন্ত্রী হলে মানুষের কাছ থেকে এভাবে দূরে সরে যাব। নিরাপত্তার খাঁচায় বন্দি হয়ে পড়ব। তাই মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করার জন্য 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুরু করি। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতি মাসে কত কিছু দেশে ঘটছে তা জানতে পারি। এটা শুধুমাত্র একটা অনুষ্ঠান নয়, প্রতিটি পুজোয় যেমন মানুষ প্রসাদের অপেক্ষায় থাকে, দেশবাসীর কাছে এটাও আমার একটা পুজোর মতোই অনুষ্ঠান। যেখান থেকে আমি প্রসাদ লাভ করি।' রবিবার রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-র ১০০ তম পর্ব বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েই নরেন্দ্র মোদী শুরু করেন 'মন কি বাত'। দেখতে দেখতে ১০০ পর্বে পা দিল রেডিও অনুষ্ঠানটি। ২২ টি ভারতীয় ভাষা ও ১১টি বিদেশি ভাষা সম্প্রচারিত হল এদিনের 'মন কি বাত'। আর এদিন বক্তব্য রাখার সময় রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন মোদী। জানিয়ে দিলেন, এই অনুষ্ঠান তাঁর কাছে কোনও অনুষ্ঠান মাত্র নয়। তাঁর কাছে এই অনুষ্ঠান যেন এক পূজা। তাঁর মনের আধ্যাত্মিক যাত্রা।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ১০০ তম পর্বে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মন কি বাত" বিষয়টি সম্পর্কিত একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এতে সামাজিক উদ্বেগের অনেক বিষয় উত্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মন কি বাত"-এর শ্রোতারা ১০০তম পর্বের জন্য অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। "মন কি বাত" মানুষের অনুভূতির প্রকাশ। শুরু হয়েছিল বিজয় দশমীর দিন। "মন কি বাত" প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীর জন্য শুভ উদযাপনের উৎসবে পরিণত হয়েছে। এতে আমরা ইতিবাচকতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ উদযাপন করি। "মন কি বাত"-এর প্রতিটি পর্বই বিশেষ। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ এতে যোগ দেয়।

পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা

আজমগড়, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার আহরাউলা থানা এলাকায় পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে বাঁশ বোঝাই ট্রাক্টর ট্রেলারে একটি বোলেরো ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় তিন মহিলাসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সুপার (শহর) শৈলেন্দ্র লাল খবর নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের ২১৩ নম্বর মাইলস্টোনের কাছে। একটি বলেরো গাড়ি লখনউ থেকে গাজিপুরের দিকে যাচ্ছিল। পেছন থেকে বাঁশ বোঝাই ট্রাক্টর-ট্রলিতে ঢুকে পড়লে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত ও আহতরা সবাই দেওরিয়া জেলার মহুয়াডিহের বাসিন্দা। পুলিশ সুপার শৈলেন্দ্র লাল জানান, ট্রাক্টর চালককে আটক করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে রবিবার সকালে ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৪.১।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানায়, ভোর ৫.১৫ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়। অন্যদিকে, কম্পন অনুভূত হলেই মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পের কারণে ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর নেই।

রবিবারও পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে নেমে এসেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের বড় উদ্যোগ

বেঙ্গালুরু, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : শনিবার থেকে কর্ণাটকে "বাড়ি থেকে ভোট" শুরু হয়েছে। এবার বড় উদ্যোগ নিয়ে ৮০ বছরের বেশি বয়সী ভোটার এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য এই সুবিধা চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের কর্মী ও পোলিং এজেন্টদের পাঁচ সদস্যের একটি দল এ ধরনের ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। জনগণ কমিশনের নির্ধারিত ব্যালট পেপারে গোপনে ভোট দিচ্ছেন, খামে রেখে দলের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এ প্রক্রিয়া চলবে ৬ মে পর্যন্ত। রাজ্যে ২২৪ সদস্যের বিধানসভার জন্য ১০ মে ভোট হবে। আগামী ১৩ মে ফলাফল ঘোষণা হবে।

অসুস্থ খালেদা জিয়া, রাতেই ভর্তি বেসরকারি হাসপাতালে

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। শনিবার রাতেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে ঢাকার এক বেসরকারি হাসপাতালে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক জেড এম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই বিএনপি চেয়ারপার্সনকে হাসপাতালে কতদিন ভর্তি রাখা হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।'

শনিবার বিকেলে গুলশানের ফিরোজা থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানীর এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা পরীক্ষার পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। যদিও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে বেশ কিছু উপসর্গ জটিল হওয়ায় কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিকিৎসকরা।

দীর্ঘদিন ধরেই তিনি আর্থারাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। এদিন রাতে খালেদা জিয়ার হাসপাতালে ভর্তির খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। অনেকেই রাতে বেসরকারি হাসপাতালে ছুটে যান।

লুধিয়ানায় কারখানার গ্যাস লিকে ১০ জনের মৃত্যু, অসুস্থ ১২

লুধিয়ানা, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবার সাত সকালেই বিপত্তি। লুধিয়ানায় এক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিকের ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ১২ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। কারখানার ভিতরে আরও কেউ আটকে রয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখছেন উদ্ধারকারীরা।

লুধিয়ানার মহকুমা শাসক স্বাতী তিওয়ানা জানিয়েছেন, রবিবার সকালে গিয়াসপুরার একটি কারখানা থেকে আচমকাই বিষাক্ত গ্যাস লিক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ওই বিষাক্ত গ্যাস নিমিষেই আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। আচমকাই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। চোখের পলকেই অনেকে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। গ্যাস লিকের ঘটনা জানানো হয় পুলিশকে।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। অসুস্থদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকদের দলকেও এলাকায় পাঠানো হয়েছে। কীভাবে কারখানায় গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটল তা জানা যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হবে বলে লুধিয়ানার মহকুমা শাসক জানিয়েছেন। গ্যাস লিকের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভাগবন্ত সিং মান। অসুস্থদের সবরকমের সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন।

বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতায়, বইবে ঝোড়ো হাওয়া

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : প্রায় প্রতিদিনই রূপ বদলাচ্ছে প্রকৃতি। কখনও রোদ, আবার কখনও বৃষ্টি। তবে সপ্তাহান্তে ফের বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। স্বস্তির শ্বাস ফেলছেন মানুষ। রাজ্যজুড়ে থাকবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। কোনও কোনও জায়গায় হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। এদিকে রবিবার থেকে বাড়তে পারে বৃষ্টি, এমনটাই জানিয়েছিল হাওয়া অফিস।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২৭ ডিগ্রির আশপাশে। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি এবং রবিবার তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯১ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৩৭ শতাংশ। আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি বাকি সব জেলাতে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় হওয়াও।

বন্দুকধারীর গুলিতে রক্ত ঝরল টেক্সাসে, নিহত শিশু সহ ৫

টেক্সাস, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : ফের রক্ত ঝড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। টেক্সাসের ক্লিভল্যান্ডের একটি বাড়িতে বন্দুকধারীর গুলিতে ৮ বছর বয়সী শিশু সহ ৫ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার সান জ্যাকিন্টো কাউন্টি শেরিফের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়েছে। নিহতদের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে তাঁরা হন্ডুরাস থেকে এসেছিল। এদিন সন্দেহভাজন হামলাকারী রাইফেল দিয়ে গুলি চালান। হামলার পরই তারা পালিয়ে যায় ঘটনাস্থল থেকে।

পুলিশ সূত্রের খবর, স্থানীয় সময় শুক্রবার সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে। পরে পুলিশ গিয়ে দেখে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। হামলার সময় বাড়িতে ১০ জন মানুষ ছিল। হামলায় জড়িত সন্দেহে মেক্সিকোর এক নাগরিককে খুঁজছে পুলিশ। হামলার সময় তিনি মদ্যপ ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে নিহত সবাই হন্ডুরাসের নাগরিক বলে জানা গেছে। তবে তাঁদের পুরো পরিচয় জানায়নি পুলিশ। এমনকি হামলাকারীর সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তাও জানা যায়নি।

ভারতীয় মুদ্রায় চালু হবে ১০০ টাকার কয়েন

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ১০০তম পর্ব শেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ টাকার একটি কয়েন চালু করবে। এই বিশেষ মুদ্রার গোলাকৃত হবে ৪৪ মিমি। এটি চারটি ধাতু রূপা, তামা, নিকেল এবং দস্তার মিশ্রণ থাকবে। অশোক স্তম্ভের সিংহ থাকবে মুদ্রার উল্টোদিকের কেন্দ্রে। এর নিচে লেখা থাকবে সত্যমেব জয়তে। এর পাশে ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা থাকবে ভারত। উপরের নিচে চিহ্ন থাকবে এবং ১০০ মার্ক করা থাকবে। বিপরীত দিকে মন কি বাত-এর ১০০তম পর্বের লোগো বহন করবে। এতে শব্দ তরঙ্গ সহ মাইক্রোফোনের একটি ছবি থাকবে। মাইক্রোফোনের ছবিতে ২০২৩ চিহ্নিত করা হবে। মাইক্রোফোনের ছবির উপরে এবং নীচে হিন্দি ও ইংরাজিতে যথাক্রমে "মন কি বাত ১০০" লেখা থাকবে। মুদ্রার ওজন হবে ৩৫ গ্রাম।

তিনদিনের মলদ্বীপ সফরে রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : আগামীকাল ১ থেকে ৩ মে মালদ্বীপ সফর করবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি তার মলদ্বীপের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারিয়া আহমেদ দিদি এবং বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। আলোচনায় দুদেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের সব দিক পর্যালোচনা করা হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সফরে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ এবং অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়াতে রাজনাথ সিং মলদ্বীপের জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে একটি দ্রুত টহল জাহাজ এবং একটি ল্যান্ডিং ক্রাফট উপহার দেবেন। সফরকালে তিনি দেশে চলমান প্রকল্পের স্থানগুলোও পরিদর্শন করবেন। এনআরআইদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই সফর দুদেশের মধ্যে মজবুত বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে। ভারত ও মলদ্বীপ সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, জলদস্যুতা, চোরাচালান, সংগঠিত অপরাধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে একসঙ্গে কাজ করছে। ভারত মলদ্বীপের "ইন্ডিয়া ফার্স" নীতির পাশাপাশি এই অঞ্চলের সকলের জন্য নিরাপত্তা ও উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সহ "প্রতিবেশী ফার্স" নীতির অধীনে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের মধ্যে যৌথভাবে সক্ষমতা বিকাশের জন্য একসঙ্গে কাজ করার জন্য তৈরি।

করোনাকালে মহারাষ্ট্রের জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ৪০৬ জন বন্দি পলাতক

পুনে, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : করোনাকালে মহারাষ্ট্রের জেল থেকে জরুরি ভিত্তিতে ছুটি এবং প্যারোলে মুক্তি পাওয়া ৪০৬ জন বন্দি এখন সরকারের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কয়েকটি সতর্কতা সত্ত্বেও এরা কেউই আত্মসমর্পণ করেনি। এরা সব মাফিয়া, খুনের আসামি, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এবং সাত বছরের সাজাপ্রাপ্ত বন্দি। তাদের গ্রেফতারে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। ৩৫০ নিখোঁজ পলাতক বন্দির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

করোনার সময় ৪ হাজার ২০০ জনেরও বেশি বন্দিকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এবং সংক্রমণ কমে যাওয়ার পরে কারাগারে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে জরুরি প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কারাগারে ফেরেননি ৪০৬ বন্দি। তাদের গ্রেফতারে চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ। সরকারও চায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সমস্ত জেলবন্দিদের ধরতে।

৩৫০ জনের বিরুদ্ধে ২২৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেল প্রশাসন স্থানীয় থানায় পলাতক বন্দিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৪ ধারার অধীনে মামলা নথিভুক্ত করছে। এ পর্যন্ত এমন ৩৫০ পলাতক বন্দির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। করোনার সময় ইয়েরওয়াদা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ১৮ জনই দুষ্কৃতী এবং মাফিয়া বন্দি এখনও পলাতক। এছাড়াও ইয়েরওয়াদা মহিলা কারাগার থেকে ২ জন এবং ইয়েরওয়াদা ওপেন জেল থেকে ৫ বন্দি পলাতক রয়েছে। একইভাবে, তালোজা জেল থেকে ৫০ জন, নাসিক রোড জেল থেকে ৪৪ জন, নাগপুর জেল থেকে ২৩ জন, পৈথান জেল থেকে ২২ জন, অমরাবতী জেল থেকে ৩৩ জন, কোলহাপুর জেল থেকে ২৪ জন এবং ছত্রপতি সম্ভাজি নগর জেল থেকে ২২ জন পলাতক রয়েছে।

মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডিতে ভবন ধসে চারজন হত, ১১জনকে নিরাপদে উদ্ধার

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : ভিওয়ান্ডিতে ওয়ালপাদা এলাকায় অবস্থিত একটি তিনতলা ভবন ধসে এখনও পর্যন্ত চারজন মারা গেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে নিরাপদে বের করেছে দমকল বিভাগ। আহতদের ভিওয়ান্ডির নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে। আহতদের সরকারি খরচে চিকিৎসা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গত, শনিবার বিকেলে বর্ধমান ভবন নামের ভবনটি হঠাৎ ধসে পড়ার পর ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা, থানে মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল এবং এনডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করে। এখন পর্যন্ত ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা ভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এবং ১১ জনকে নিরাপদে বের করা হয়েছে। আহত সকলকে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের ডগ স্কোয়াডও রয়েছে। এ ভবনের ধ্বংসস্তূপে এখনো অনেকের চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

বেনজেমার হ্যাটট্রিকে উড়ে গেল আলমেরিয়া

সান্তিয়াগো, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছন্দে থাকলেও লিগ শিরোপার দৌড় থেকে প্রায় ছিটকেই গেল রিয়াল মাদ্রিদ। সবশেষ ম্যাচে দুর্বল জিরোনার বিপক্ষে হারের পর অনেক সমালোচনার শুনতে হয়েছে। কোপা দেল রে ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের আগে তাই কিছুটা হলেও বেকায়দায় লস ব্লাঙ্কোসরা। চাপ কমাতে রিয়াল মাদ্রিদ তাই আলমেরিয়ার সঙ্গে ম্যাচটাই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু, করিম বেনজেমার আগুনে পারফরম্যান্সে উড়ে গেছে আলমেরিয়া।

শনিবার রাতে লা লিগার খেলায় নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাব্যুতে আলমেরিয়াকে ৪-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। হ্যাটট্রিক করেছেন করিম বেনজেমা। বাকি গোলটি করেন রদ্রিগো।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম। বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়।

বোরন সারের কাজ ঃ গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স/বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায়ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

বাদাম-বিলাস

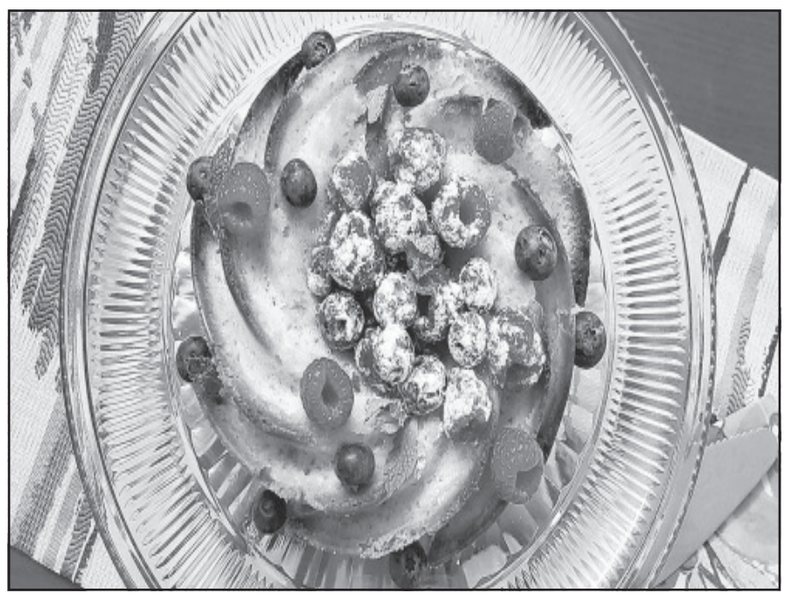

আমন্ড কেক

সিজলিং ওয়ালনাট ব্রাউনি

উপকরণ: আখরোট কুচি ১ কাপ, চিনি দেড় কাপ, কোকো পাউডার ৩/৪ কাপ, ময়দা আধ কাপ, ডিম ২টি, আনসল্টেড মাখন ১০ টেবিল চামচ, নুন অল্প, বেকিং পাউডার ১ চা চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ, এসপ্রেসো পাউডার ১ চা চামচ। চকলেট সসের জন্য: চকলেট চিপস ১ কাপ, জল আধ কাপ, চিনি আধ চা চামচ।

প্রণালী: একটি পাত্রে মাখন গলিয়ে নিন। নীচের দিকটা হালকা বাদামি রং হয়ে এলে আঁচ থেকে নামিয়ে তা থেকে ২ টেবিল চামচ মাখন তুলে রাখুন। কোকো পাউডার মিশিয়ে নাড়াতে থাকুন। মিশে গেলে চিনি দিন। এর পর এসপ্রেসো পাউডার, জল, ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে মেশাতে হবে। একে একে দু'টি ডিম (চিলড) মেশান। এ বার ময়দা, নুন ও বেকিং পাউডার মিশিয়ে ছেঁকে নিন, যাতে দানা না থাকে। রোস্টেড আখরোট তুলে রাখা ব্রাউন বাটারের সঙ্গে মেশান।

কেক তৈরির প্যান মাখন দিয়ে গ্রিজ করে ব্রাউনির ব্যাটার ঢেলে উপর থেকে আখরোট ছড়িয়ে দিন। প্রি-হিটেড আভেনে ১৬২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট বেক করুন। ব্রাউনি তৈরি। চকলেট সস তৈরি করতে ডাবল বয়লারে চকলেট চিপস গলিয়ে তার মধ্যে ১ চা চামচ মাখন ও অল্প নুন দিয়ে মেশান। উপর থেকে জল ও অল্প চিনি দিয়ে মেশাতে থাকুন, সসের ঘনত্ব আসা পর্যন্ত। সিজলার হিসেবে পরিবেশন করতে উচ্চ তাপমাত্রায় স্কিলেট গরম করে তার উপরে ব্রাউনি কেটে রাখুন। চকলেট সস ছড়িয়ে দিন। ভ্যানিলা আইসক্রিম দিয়ে পরিবেশন করুন।

আমন্ড কেক

উপকরণ: ডিম ৪টি, চিনি আধ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ, আমন্ড ফ্লাওয়ার দেড় কাপ, নুন স্বাদ মতো, কোকোনাট ফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, বেকিং সোডা ১ চা চামচ, মাখন আধ টেবিল চামচ, গুঁড়ো করা চিনি ১ চা চামচ, বেরি আধ কাপ।

প্রণালী: মাখন দিয়ে প্যান গ্রিজ করে চিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। অন্য পাত্রে ময়দা, নুন ও বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। ডিমের সাদা ও কুসুম আলাদা করুন। ডিমের কুসুম, ভ্যানিলা ও এক চতুর্থাংশ চিনি ভাল করে মেশান। অন্য পাত্রে ডিমের সাদা অংশ বাকি চিনি দিয়ে ফেটিয়ে নিন। ময়দার মিশ্রণ ডিমের কুসুমের মিশ্রণে ঢেলে মণ্ড তৈরি করুন। এর মধ্যে আধ কাপ মাখন মেশান। ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে তার মধ্যে মাখন দিন। মিশ্রণ স্মুদ হয়ে এলে বেকিং প্যানে ঢেলে দিন। ১৭৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আধ ঘণ্টা বেক করুন। বেরি দিয়ে সাজিয়ে নিন।

বাকলাভা

উপকরণ: ফাইলো ডো ৪৫৪ গ্রাম, দারচিনি গুঁড়ো ১ চা চামচ, জয়িত্রী গুঁড়ো আধ চা চামচ, গোলাপজল আধ চা চামচ, আমন্ড ও পেস্তা কুচি ৪৫৪ গ্রাম, জল ৪ টেবিল চামচ, আনসল্টেড বাটার ১২ টেবিল চামচ। মিষ্টি সিরাপ তৈরি করার জন্য: পাতিলেবুর রস ২ টেবিল চামচ, মধু ৪-৬ টেবিল চামচ, এলাচ ৪-৫টি, লবঙ্গ ৪টি, মৌরি আধ কাপ, দারচিনি আধ ইঞ্চি, গোলমরিচ ৪টি, শুকনো গোলাপের পাপড়ি আধ চা চামচ, তেজপাতা ১টি, অরেঞ্জ জেস্ট ২-৩ চা চামচ, চিনি ৩/৪ কাপ, জল ৩/৪ কাপ।প্রণালী: মাঝারি আঁচে চিনি, জল, মধু, মশলা একসঙ্গে মেশাতে হবে। চিনি গুলে যাওয়া পর্যন্ত ফোটান। মাঝারি আঁচে ৫ মিনিট রান্না করে পাতিলেবুর রস দিন। বাদাম কুচি করে রাখুন। জয়িত্রী ও দারচিনি গুঁড়ো মেশান। ফাইলো শিট চৌকো আকারে কেটে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখুন। বেকিং প্যানে ও ফাইলো শিটেও মাখন লাগান। একটা শিটের উপরে বাদামের একটা স্তর তৈরি করুন। এর উপরে মিষ্টি সিরাপ ছড়িয়ে দিন। পাঁচটি ফাইলো শিট রাখুন। আবার বাদামের স্তর তৈরি করুন। এ ভাবে পুরো বাকলাভার স্তর তৈরি হলে সিরাপ ছড়িয়ে বরফির মতো কেটে নিন। প্রি-হিটেড আভেনে ১৭৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৩৫-৪০ মিনিট বেক করুন। সোনালি রং ধরলে বার করে ঠান্ডা হতে দিন। বাদাম ছড়িয়ে সার্ভ করুন।

বাকলাভা

পেস্তা-বেরি কেক

উপকরণ: ডিম ৫টি, চিনি ৬০ গ্রাম, ভেজিটেবল অয়েল ৮০ গ্রাম, দুধ ১ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ, ময়দা ১ কাপ, পেস্তা কুচি আধ কাপ, মাচা পাউডার আধ চা চামচ। ফ্রস্টিংয়ের জন্য: ক্রিম চিজ ৮০ গ্রাম, ভ্যানিলা এসেন্স ১/৪ চা চামচ, পেস্তা কুচি ২-৩ টেবিল চামচ, শুকনো গোলাপের পাপড়ি ১ চা চামচ, অ্যাপ্রিকট ও রাস্পবেরি পরিমাণ মতো, গোলাপজল ১ চা চামচ, চিনি গুঁড়ো ১/৪ কাপ, হুইপড ক্রিম ১ কাপ, ব্ল্যাকবেরি দেড় কাপ।প্রণালী: পেস্তা ভাল করে গুঁড়িয়ে নিন। ডিমের সাদা ও কুসুম ভাগ করে রাখুন। কুসুম ও চিনি ভাল করে ফেটিয়ে তেল, দুধ ও ভ্যানিলা এসেন্স মেশান। ময়দা, নুন ও পেস্তা দিয়ে সার্কুলার মোশনে মেশাতে থাকুন। অল্প অল্প করে চিনি দিন। খেয়াল রাখবেন মিশ্রণের মধ্যে যেন বুদ্বুদ তৈরি না হয়। প্যান গ্রিজ করে প্রিহিটেড আভেনে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আধ ঘণ্টা বেক করুন। তাপমাত্রা কমিয়ে ১৪০ করে আরও আধ ঘণ্টা বেক করতে হবে। এ বার ঠান্ডা পাত্রে ক্রিম চিজ, চিনির গুঁড়ো ও হুইপিং ক্রিম মেশান। কেকের চারপাশে লাগিয়ে ফ্রিজে রাখুন। কেকের উপরে ফ্রস্টিংয়ের দ্বিতীয় স্তর ছড়িয়ে দিন। রাস্পবেরি পেস্টের সঙ্গে ফ্রস্টিং মিশিয়ে কেকের উপরে ছড়িয়ে দিন। উপরে ব্ল্যাকবেরি, পেস্তা কুচি, গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সাজান।

পেস্তা-বেরি কেক

আমন্ড চিকেন কারি

উপকরণ: মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, বেরেস্তা ৩ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, কাজু ৭-৮টি, গ্রিক ইয়োগার্ট ৩/৪ কাপ, এলাচ ৪-৫টি, লবঙ্গ ৪টি, দারচিনি ১টি, গোলমরিচ ৮-৯টি, স্টার অ্যানিস ১টি, তেজপাতা ২টি, আমন্ড মিল্ক ১৮০ মিলিলিটার, চিকেন স্টক ৫-৬ টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ৩/৪ চা চামচ, জায়ফল-জয়িত্রী গুঁড়ো আধ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ২ চা চামচ, হলুদ আধ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো আধ চা চামচ, গোলাপ জল আধ চা চামচ, কেওড়া জল ১ চা চামচ, রসুন বাটা ২ চা চামচ, আদাকুচি ১ চা চামচ, হোয়াইট ভিনিগার ১ টেবিল চামচ, জল ৪ কাপ, নুন ও চিনি স্বাদ মতো।

প্রণালী: ভিনিগার ও নুন, চিনির মিশ্রণে চিকেন ডুবিয়ে ফ্রিজে রাখুন। শুকনো মশলা রোস্ট করে নিন। একটি পাত্রে বেরেস্তা, দই, রোস্টেড মশলা, কাজু বাটা মিশিয়ে তার মধ্যে মাংস দিয়ে পারলে সারা রাত ম্যারিনেট করুন। প্যানে মাখন ও অলিভ অয়েল গরম করে ম্যারিনেড দিয়ে দিন। মাংস তুলে রাখুন। তিন-চার মিনিট রান্না করে আদা ও রসুন দিন। ২-৩ মিনিট পরে মাংসের টুকরো, নুন ও গরম মশলা দিয়ে ঢাকা দিন। ১০ মিনিট পরে খুলে আমন্ড মিল্ক দিয়ে আবার ঢাকা দিন। মাংস সিদ্ধ হলে জায়ফল-জয়িত্রী গুঁড়ো ছড়িয়ে আরও ১০ মিনিট কম আঁচে রান্না করে নামিয়ে নিন। নানের সঙ্গে ভাল লাগবে।

সজিনা এখন অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম

সজিনা অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সজিনা অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিকর সবজি। সমগ্র গীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল সজিনা গাছ মানুষের খাদ্য, পশুর খাদ্য, ঔষুধ, রঙ ও পানিশোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা খুব সহজেই বসতবাড়ির আঙ্গিনায় এবং রাস্তার পাশ জন্মানো যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া সজিনা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের সজিনা পাওয়া যায়। শ্বেত সজিনা, রক্ত সজিনা ও নীল সজিনা নামে পরিচিত। তবে এদেশের মানুষের কাছ-কে সজিনা ও কে লাজনা বলে পরিচিত। সজিনার আদি নিবাস ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এটি হেজ হিসেবে এবং বসতবাড়িতে সবজি হিসাবে ব্যবহারর জন্য রোপণ করা হয়। সজিনা মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ, ৭-১০ মিটার উঁচু হয়। এর বাকল ও কাঠ নরম। যৌগিত পত্রের পত্রাক্ষ ৪০-৪৫ সেমি. লম্বা হয়, এতে ৬-৯ জোড়া ১-২ সেমি. লম্বা বিপরীতমুখি ডিম্বাকৃতি পত্রক থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস সজিনা গাছে ফুল আসে। মুকুলের ডাঁটাগুলো বিস্তৃত, গুচ্ছবৃদ্ধ ও ৫-৮ সেমি. লম্বা। মিষ্টি গন্ধে সবুজ আভাযুক্ত সাদা ফুল ২ ৩ সেমি. ব্যাসের হয়। লম্বা সবুজ বা ধূসর বর্ণের সজিনা ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি ফল ৯টি শিরাযুক্ত ২২-৫০ সেমি. বা কখনো কখনো এর বেশি লম্বা হয়। সজিনা ও লাজনা এই দুই প্রকারই এদেশে চাষ করা হয়। তবে কৃষ্ণ সজিনা বনৌষধি হিসেবে খুব বেশি উপকারী কিন্তু এটি খুব বিরল। সজিনা অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে, সজিনা ও লাজনা এদেশের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া পাহাড়ি এলাকাসহ সারা বাংলাদেশেই অতি সহজেই জন্মানো সম্ভব। পুষ্টিমূল্য ও ব্যবহার। সজিনা গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষুধ, সুগন্ধি, তেল লুব্রিক্যান্ট হিসেবে এবং কসমেটিকস শিল্পে এর ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। তবে সজিনার কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা, ফুল ও ফল তরকারী ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছের ছাল থেকে দড়ি তৈরি করা যায়। ঔষুধি বৃক্ষ হিসেবে সজিনা যথেষ্ট মূল্যবান। সজিনার পাতা ও ফলে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন, প্রোটিন, বিটামিন-সি ও আয়রন থাকে। এছাড়াও সজিনা গাছর বিভিন্ন অংশ থেকে এন্টিসেপটিক বাতজ্বরের চিকিৎসা ও সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজচূর্ণ ব্যাকটেরিয়াজনিত চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সজিনার মূলের বাকল বায়ুনাশক, হজম বৃদ্ধিকারক, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ডাঁটার ব্যথা, হিষ্টিরিয়া, হৃৎপিন্ড ও রক্তচলাচলের শক্তি বর্ধক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাঁটার নির্যাস যকৃত ও প্লীহার অসুখে, ধনুষ্টংকার ও প্যারালাইসিস, কৃমিনাসক, জ্বরনাশক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাটা ও ফুল ভাজা বা তরকারী করে খেলে জল ও গুটি এ দু'ধরনের বসন্তে আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে না। সজিনা ডাটাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড নেই বললেই চলে। কাজেই এতে ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রিত থাকে। সজিনা ডাটায় ডায়েটরী ফাইবার থাকার করাণে নিয়মিত সজিনা ডাটা খেয়ে ব্লাডসুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সজিনা ডাটা রক্ত শূন্যতায়ও কাজ করে।

লাল মুক্তঝুরি ফুলের চাষ পদ্ধতি

লাল মুক্তঝুরি ভারত উপমহাদেশীয় উদ্ভিদ। অন্য নাম মুক্তবর্ষী। তবে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এ ফুলকে অনেকে মালা ফুল নামে চিনেন, এর কারণ ফুটন্ত ফুল দেখতে মালার মতো দেখায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অপধষুঢ়যধ নামে পরিচিত। হিন্দিতে একে কুপ্পী বলে অভিহিত করা হয়। ভারত উপমহাদেশের সমতল ভূমিতে লাল মুক্তঝুরি গাছের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের দেশেও রয়েছে এ ফুলের ব্যাপক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগান, খোলা মাঠ, রাস্তার ধার, পতিত জমি, বন-জঙ্গলের ধার, পাহাড়ি এলাকা এবং বাড়ির আশপাশে এর দেখা মেলে। এ ফুলের ক্ষেত্রে বেশি পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এর রোগবালাই আক্রমণ কম হয়। প্রায় সব ধরনের মাটি ও রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে হাল্কা ছায়াযুক্ত স্থান এবং ভেজা থেকে স্যাঁতসেঁতে স্থানেও এ ফুল গাছ জন্মে। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো। এর কান্ড ও শাখা-প্রশাখা খুব বেশি শক্তমানের নয়। এর ডিম্বাকৃতির পাতা লম্বায় ৩ থেকে ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, রং সবুজ, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পত্র কক্ষ থেকে লম্বা মঞ্জুরিতে ফুল ধরে এবং ফুল নিচ দিকে ঝুলে থাকে। এর মঞ্জুরি লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। রং টকটকে লাল। ফুল ফোটার মরশুম প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তবে প্রায় সারা বছরই ফুল ফুটে। ফুল গন্ধহীন। ফুল ফুটন্ত মুক্তঝুরি গাছের সৌন্দর্য মনোরম। ফুল শেষে গাছে বীজ হয়। বীজ আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। মুক্তঝুরির রয়েছে ভেষজ নানা রকম গুণাগুণ। এর পাতা, শিকড়, মূল ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর গাছে যখন ফুল ফোটে তখন ওষুধের কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়। ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, নিউমনিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ত্বকের ফোঁড়া সারাতে এবং বাত ব্যথায় বেশ উপকারী।

কৃষি বিপ্লব, পমফ্রেট চাষ

ব্লক মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় রাজ্যে প্রথম দুই ভেনামী চাষি সামুদ্রিক আমেরিকান পমফ্রেট মাছের চাষ শুরু করলেন। এই পমফ্রেটের চারা এসেছে সুদূর তামিলনাড়ুর মান্ডপাম সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে। মান্ডপাম থেকে মাদুরাই, আবার সেখান থেকে বিমানপথে চেন্নাই হয়ে দমদম বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে এই আমেরিকান পমপ্রেটের চারাগুলি। এরপর দমদম থেকে হলদিয়া ব্লক মৎস্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে একেবারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে চেপে 'আমেরিকান পমফ্রেট' মাছের পোনা নিয়ে আসা হয়েছে হলদিয়ায়। হলদিয়ার দুই ভেনামী চাষি তুষার জানা ও মদন জানা এই সুস্বাদু আমেরিকান পমফ্রেটের চাষ করবেন। হলদিয়ার মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক জানান, গোটা বিশ্বে সামুদ্রিক নোনাজলের চাষযোগ্য মাছের মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এই আমেরিকান পমফ্রেট। বিজ্ঞানসম্মত নাম ট্রাচিনোটাস ব্লোচি। মাছগুলি খুব উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন ও সুস্বাদু। আমেরিকা, চিন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও ভিয়েতনামে এই মাছের চাষবহুল প্রচলিত। তিনি আরও জানান, এখানে নোনাজলে চিংড়ি চাষের মধ্যবর্তী সময়ে চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এই মাছ। একদিকে যেমন ভেনামী চিংড়ি চাষে রোগের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে, তেমনি এই আমেরিকান পমফ্রেট মাছ চাষ করে লাভবান হবেন চাষিরা। তাছাড়া এই মাছের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও অনেক বেশি। চার মাসে চাষে ১০০ গ্রাম ও ছয় মাসে ২৫০ গ্রাম ও আট মাসে ৪৫০-৫০০ গ্রাম ওজন হয়ে থাকে এই আমেরিকান পমফ্রেটের। এছাড়া বিদেশে রপ্তানিযোগ্য মাছ হিসেবে আমেরিকান পমফ্রেটের বিশেষ কদর আছে। হলদিয়া ব্লক মৎস্য দপ্তর ভেনামী চাষিদের উদ্বুদ্ধ করে হাতেকলমে এই আমেরিকান পমফ্রেট মাছের চাষ করাচ্ছে। এই বিষয়টিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ আনন্দময় অধিকারী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে তৃণমূলের মহামিছিল

বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : দীর্ঘদিন ধরেই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে যাত্রীদের। প্রাণ হারাচ্ছে গাবাদি পশুরাও। বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারি দফতরে জানিয়েও কোন লাভ না হওয়ায় রবিবার দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে মহা মিছিলে নামলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। কয়েকশো তৃণমূল কর্মী পথে নামার প্রভাবে বন্ধ হয়েছে কলকাতা থেকে বর্ধমানগামী যান চলাচল ব্যবস্থা। এমনকি রাস্তাগুলিতে গাড়ি আটকে পরায় তুমুল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এক্সপ্রেসওয়েতে।

সূত্রের খবর, মাঝেমধ্যেই ডানকুনি থেকে হরিপাল পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের উপর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি এই দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি গাবাদি বন্য পশুরাও। অভিযোগ, রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ আধিকারিকদের জাতীয় সড়কের উপর ১৫ টি আন্ডার পাস করার আবেদন জানালেও কোন সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এবার রাস্তায় মহা মিছিলের আয়োজন বলেই দাবি শাসক শিবিরের কর্মী সমর্থকদের। এদিন হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে রাস্তায় মহা মিছিল করার জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল ব্যবস্থা।

এই মিছিলের বিষয়ে একজন তৃণমূল কর্মী জানিয়েছেন,'' এই ডানকুনি থেকে হরিপাল পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়েতে এত দুর্ঘটনা হয়েছে যে যেখানে প্রাণ হারাতে হয়েছে হাজার জন মানুষকে। ৫ হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। আমরা বহুবার এখানে সাবওয়ে করার আবেদন জানিয়েছি কিন্তু আমাদের কারোর কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। তাই আজ রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি''।

বিজেপি কর্মী খুনে উত্তপ্ত জামুড়িয়া

আসানসোল, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার জাতীয় সড়কে স্করপিও গাড়ির ভেতরেই গুলিতে খুন হন বিজেপি কর্মী রাজেন্দ্র সাউ। বিজেপি নেতার রাজেন্দ্র সাউয়ের খুনিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধরতে হবে। এই দাবিতে রবিবার রানিগঞ্জের রানিসায়ের মোড়ে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন বিজেপি কর্মীরা।

রাজেন্দ্র সাউ আসানসোল পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কনভেনের। পাশাপাশি তিনি একজন রেশনডিলার এবং জমি ব্যবসায়ী ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালও। বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার বিকেলে তাঁরাও পথ অবরোধ করেছিলেন। রবিবার বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদে দু'নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। অবিলম্বে খুনিকে গ্রেফতারির দাবিতে রানিগঞ্জের রানিসায়ের মোড়ে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। প্রায় ২০ মিনিট ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। তীব্র যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। তদন্তের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ উঠে যায়। যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিজেপির দাবি, এই খুনের পেছনে রাজনীতি রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান ব্যবসায়িক সংক্রান্ত বা ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে খুন হতে পারে।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় রাজেন্দ্র সাউয়ের দেহ। পুলিশ জানায় ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে পেশায় জমি ব্যবসায়ী মৃত রাজেন্দ্র সাউয়ের বাবার দাবি, ছেলে সেদিন কোথায় যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল জানা নেই। তবে পকেটে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। সেই টাকার খোঁজ নেই। সেই কারণেই খুন, অর্থাৎ ছিনতাই করতে বাধা দেওয়ার খুন, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। পুলিশের অনুমান, গুলি করেই খুন করা হয়েছে রাজেন্দ্র কুমার সাউকে। সম্ভবত বুকে গুলি করে তাঁর। আসানসোল জেলা হাসপাতালেই রাজেন্দ্রকুমার সাউয়ের দেহ রাখা রয়েছে।

ফের হরিয়ানার মর্যাদা বাড়ালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবার ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানের শততম পর্ব শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হরিয়ানার জিন্দে বসবাসকারী সুনীল জাগলান-এর সাথে কথা বলে পুরো হরিয়ানা ফের গর্বিত বোধ করে। অনুষ্ঠান চলাকালীন চণ্ডীগড়ের রাজভবনে সুনীল জাগলান প্রসার ভারতী আয়োজিত স্ক্রিনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সুনীল জাগলান বলেন, হরিয়ানা রাজ্যের জন্য এটি গর্বের বিষয় যে বিবিপুর থেকে শুরু হওয়া একটি প্রচার কেবল বিশ্বের ৮০ টিরও বেশি দেশে পৌঁছেছে তা নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার ''মন কি বাত''-এ চারবার সমর্থন করেছেন। অনুষ্ঠানে উল্লেখ করে শততম পর্বে তিনি কন্যাদের সম্মান বাড়িয়েছেন।

জগলান আরও বলেন, ''সেলফি উইথ ডটার'' প্রচারাভিযান ৯ জুন, ২০১৫ এ চালু হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম ২৮ জুন, ২০১৫-এ তার মাসিক রেডিও প্রোগ্রামে এটি উল্লেখ করেছিলেন। এরপর ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে প্রচার চারবার প্রচারিত হয়।

প্রসঙ্গত, কন্যা ভ্রূণহত্যা বন্ধে কন্যা সন্তানের সাথে সেলফি, কন্যাদের নাম, নেমপ্লেট, পিরিয়ড চার্ট, লাডো পঞ্চায়েত, লাডো গো অনলাইন, মেয়েদের বিয়ের বয়স ২১, সুখের চার্ট, প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধে সুনীল জাগলান শত শত কাজ করেছেন। মেয়েদের জন্য ইত্যাদি প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে, যা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে প্রশংসিত হচ্ছে।

কালো হয়ে এসেছে আকাশ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : সকাল থেকেই রোদের তেজে যাঁরা বাইরে বেরিয়েছিলেন রীতিমতো নাজেহাল হতে হচ্ছিল তাঁদের। তবে বেলা বাড়তেই শনিবারের মতো পরিবর্তন হচ্ছে আবহাওয়া। আকাশ ঢাকছে কালো মেঘে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামবে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে। সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ৩০ থেকে ৪০ কিমি গতিবেগে ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে বজ্রপাতের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। তাই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস যেন নিরাপদ আশ্রয়ে থাকেন সকলে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। যার জেরে জেলাগুলিতে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এই ঝড়বৃষ্টি চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গে রবি ও সোমবার এবং উত্তরবঙ্গে গতকাল ও আজ কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। এর জেরে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টিতে ভিজবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর।

থমথমে কালিয়াগঞ্জে আরও একদিন বাড়ল ১৪৪ ধারা

কালিয়াগঞ্জ, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জের পরিস্থিতি। সেদিকেই নজর রেখে এবার আরও একদিন ১৪৪ ধারা জারি রাখল প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গত ২৬ এপ্রিল কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ৪, ৫, ৬ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার পর্যন্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে বলে রবিবার পুলিশের তরফে জানানো হয়। এই সময়ে জমায়েত, মাইক, লাউড স্পিকার বাজানোতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার কালিয়াগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামের পুকুরপাড় থেকে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামেন স্থানীয় বাসিন্দা। দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। পুলিশের সঙ্গে চলে খণ্ডযুদ্ধ। এমনকি, মঙ্গলবার ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কালিয়াগঞ্জে। থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। থানায় ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি, পুলিশের ওপর হামলা চালানোরও অভিযোগ ওঠে স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জড়িতদের ধরতে গিয়ে রাধিকাপুর অঞ্চলের মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ ওঠে কালিয়াগঞ্জ থানার এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। পরপর ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কালিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষ। গত কয়েকদিনের উত্তপ্ত পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে এবার আরও একদিন ১৪৪ ধারা জারি রাখল প্রশাসন।

পূর্ব বর্ধমানে দুয়ারে সরকারে শিবিরের খাবারের বিলে গরমিল !

বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ব বর্ধমানে দুয়ারে সরকারে শিবিরের খাবারের বিলে গড়মিলের অভিযোগ। পদত্যাগ করলেন বর্ধমানের ২ নম্বর ব্লকের কুড়মুন ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারা মালিক।

তিনি বিডিওকে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন, ষষ্ঠ দফার দুয়ারে সরকার শিবিরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিল পেমেন্ট করতে তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি তা না মানায় তাঁকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাই তিনি পদত্যাগ করছেন। পাশাপাশি তিনি পদত্যাগ পত্রে আরও লিখেছেন, তৃতীয় দফার দুয়ারে সরকার শিবিরেও খাবারের বিল নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। তখন বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, থানার ওসি বসে সমাধান করা হয়। জানা গেছে, ষষ্ঠ দফার দুয়ারে সরকার শিবিরে ২০০ জনের ডিম ভাত খাবারের বিল হয় ৬৫ টাকা করে। সেই বিল ২০০ জনের পরিবর্তে ২৮০ জনের করতে তাঁকে চাপ দেন উপপ্রধান বাসুদেব দে। কিন্তু তিনি ওই দাবি মানতে অস্বীকার করেন।

এই নিয়ে পঞ্চায়েতে দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রধান তারা মালিক পঞ্চায়েত অফিসে যাননি। এই নিয়ে বিডিও সুবর্ণা মজুমদার বলেন, ''প্রধানের পদত্যাগ অফিসের রিসিভি সিং সেকশনে জমা পড়েছে বলে শুনেছি। দুয়ারে সরকার শিবিরে খাবারের বিল নিয়ে সমস্যা হয়েছে বলে জানাতে পেরেছি।''

তৃতীয় দফার দুয়ারে সরকার শিবিরে ডিম ভাতের বিল নিয়েও উপপ্রধান বাসুদেব দে দুর্নীতি করেন বলে অভিযোগ প্রধানের। সেই সময়েও তাঁকে জোর করে বিল পাশ করতে চাপ দেওয়া হয়। তিনি ভয়ে তিন সপ্তাহ পঞ্চায়েত অফিসে যাননি। অভিযুক্ত উপপ্রধান বাসুদেব দে জানান, খাবার নিয়ে রেজুলেশন করা হয়েছিল। সুতরাং এটা সবার মানা উচিত ও সম্মান করা উচিত। তবে হুমকির অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

শাসকদলের এই গোষ্ঠী কোন্দলে যথারীতি সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, ''রাজ্যের সব পঞ্চায়েতেই একই হাল। মহিলা প্রধান হলে উপপ্রধান সেখানে ছড়ি ঘুরিয়ে সব কিছুতেই ভাগ বসাচ্ছে। দুর্নীতি করে বড় বড় অট্টালিকায় বাস করছেন। আর প্রধান দু'বেলা ঠিক মত খেতেও পান না।''

সিপিএম নেতা কল্যাণ হাজরা বলেন, ''কুড়মুন পঞ্চায়েত হল দুর্নীতির আখড়া। এখানে একশো দিনের কাজেও দুর্নীতি হয়েছে। উপপ্রধান নিজের স্ত্রীর নামে ৫০ দিন একশোদিনের কাজে নাম নাম লিখিয়ে নিয়েছেন।''

কটাক্ষ করতে ছাড়েনি কংগ্রেসও। জেলা কংগ্রেস নেতা গৌরব সমার্দার বলেন, ''ডিম থেকে বালি সবেতেই পয়সা লাগবে। না হলে গদি থাকবে না।'' এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ''দল কোন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না।সুতরাং পদত্যাগের কোন জায়গা নেই। অন্যায় করলে কঠোরভাবে তার ব্যবস্থা নেবে দল।'

সুকন্যাকে ১২ দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল দিল্লির আদালত

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : গরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডলও আপাতত তিহাড় জেলেই থাকবেন। রবিবার তাঁকে ১২ দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে দিল্লির আদালতে হাজির করান হয়েছিল। সেখানেই তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হল।

গত বুধবার গরু পাচার মামলায় দীর্ঘ ক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সুকন্যাকে। তার পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র হাতে গ্রেফতার হন তিনি। গ্রেফতারির পর শনিবার পর্যন্ত ইডির হেফাজতে পাঠানো হয় তাঁকে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। এই গরু পাচার মামলায় সাড়ে আট মাস আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তার পর থেকেই তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন সুকন্যা। বুধবার সকালেই ডেকে পাঠানো হয়েছিল সুকন্যাকে। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অনুব্রত-কন্যাকে।

ইডি সূত্রে দাবি, সুকন্যা জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসহযোগিতা করেন। তার পরই সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

মন কি বাত-এর শততম পর্ব ভারতীয় গণতন্ত্রের মাইলফলক, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''মন কি বাত''-এর শততম পর্ব ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য মাইলফলক, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ গুয়াহাটির বশিষ্ঠয় বিজেপির অসম প্রদেশ সদর দফতর 'অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবন'-এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা সহ বহু পদাধিকারী, নেতা ও কার্যকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শততম ''মন কি বাত'' শুনেছেন। এর পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের গণতন্ত্রের জন্য আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১০০-তম পর্বের সমাপ্তিকে স্বাগত জানিয়ে ড় শর্মা বলেন, সাধারণ নাগরিকদের প্রচেষ্টা, স্বচ্ছ ভারত এবং লোকাল ফর ভোকালের মতো বিভিন্ন কারণে সংশ্লিষ্টদের অবদান প্রশংসার যোগ্য। কেননা এ সব সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ধারাবাহিক আবেদনে। জনগণও তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্ভাবনী কর্মসূচির জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। বলেন, এতে সমগ্র দেশকে ভারতীয় হওয়ার গৌরবের অনুভূতি দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে। 'মন কি বাত'-এর ১০০-তম পর্ব আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতর সহ বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার করা হয়েছে, এটা কী কম বড় কথা?

মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, তৃণমূল স্তরে সমাজ পরিবর্তনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারীদের কাহিনি, নতুন চিন্তার উন্মেষের আধান প্রদান করা সহ সব সময় নতুন নতুন বিষয়ে দেশবাসীকে অনুপ্রেরণাদায়ী 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নতুন ভারত নির্মাণের জন্য দেশবাসীকে একতার সূত্রে বেঁধে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 'মন কি বাত' দেশের সাধারণ মানুষকে সর্বাধিক প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' শ্রবণ অনুষ্ঠানের পর বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন, এই কার্যক্রম দেশে ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দেশের মানুষকে জাগানোর কাজ করেছে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান: রবিশঙ্কর প্রসাদ

পটনা, ৩০ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত-অনুষ্ঠানের ১০০তম পর্বে এক বিশেষ আয়োজন করে বিহার ভারতীয় জনতা পার্টি। মন কি বাত-এর সমস্ত ১০০টি পর্বের একটি সংকলনও প্রকাশ করেছে। বিহার প্রদেশ বিজেপি সভাপতি সম্রাট চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, মঙ্গল পান্ডে, নীতিন নবীন সংকলনের উদ্বোধন করেন। বিপুল সংখ্যক বিজেপি নেতা-কর্মীরা একসঙ্গে মন কি বাত শোনেন।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত-এর বিশেষত্ব বর্ণনা করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী নয় বছর ধরে মন কি বাত অনুষ্ঠান করছেন। তিনি দেশের মানুষকে জাগানোর কাজ করেছে। এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো রাজনীতির কথা হয়নি, কোথাও সমালোচিত হয়নি। এতে দেশকে জাগিয়ে তোলা, দেশ রক্ষা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়। মন কি বাতের প্রভাবেই আজ বাঁচাও বেটি পড়াও এতটা এগিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে বড় কথা হলো আজ চিন থেকে ভারতে খেলনা আসা ৯৬ শতাংশ কমে গেছে। কারণ, মন কি বাত-এ এই আবেদন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পরিবেশ, জলবায়ুর মতো বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়েছে। তিনি বিহারের মধুবনী চিত্রকলার আলোচনা করেন। একইভাবে, তিনি করোনার সময় অনেক অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত কর্মসূচির অধীনে এমন অনেক অনুষ্ঠান ছিল যখন তিনি বিহারের মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাঁদের উতাহিত করেন। তিনি বিহারের বিশেষ জিনিসের প্রশংসাও করেছেন।

নব ভারতের উদয়নে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান নির্ণায়ক গতিপথ দিয়েছে দেশবাসীকে : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সনোয়াল

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : নব ভারতের উদয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান এক নির্ণায়ক গতিপথ দেশবাসীকে দিয়েছে। বলেছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ, বন্দর, জলপরিবহণ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ ডিব্রুগড় জেলার পূর্ব মণ্ডলের অন্তর্গত ১৬১ নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ''মন কি বাত''-এর শততম পর্ব শুনে বলেছেন সর্বানন্দ। এদিকে রাজভবনে টিভির পরদায় রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়াও আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শততম 'মন কি বাত'-এর অনুষ্ঠান শুনেছেন ও দেখেছেন। প্রসঙ্গত সমগ্র দেশের সঙ্গে অসমেও আজ ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতা-পদাধিকারী-কার্যকর্তা এবং সমর্থক এক উৎসবমুখর পরিবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১০০-তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনেছেন। রাজ্যের ২৮ হাজারের বেশি বুথে লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা গুয়াহাটিতে দলের সদর দফতরে, দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রামেশ্বর তেলি, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, রাজ্যের প্রত্যেক মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং দলের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী, কার্যকর্তা নির্ধারিত বুথে উপস্থিত থেকে ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠান শুনেছেন।

এদিকে দলের গুয়াহাটি মহানগর জেলার রাজধানী মণ্ডলের অন্তর্গত ২০৬, ২২১ এবং ২২৮ নম্বর বুথের উদ্যোগে বিজেপির অসম প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে ''মন কি বাত''-এর অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে অন্য বহুজনের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, প্রদেশ উপ-সভাপতি অশোক ভট্টরায়, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক পুলক গোহাঁই, কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার শর্মা, বিজেপির প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি যথাক্রমে রাজেন গোহাঁই (রেল দফতরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী) এবং রমেন ডেকা। এছাড়া অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানকারী বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও বিশেষ আমন্ত্রিত শ্রোতা হিসেবে অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করেছেন। একই অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রীর ''মন কি বাত''-এর ৯৯টি পর্বের সংকলিত একটি বই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন বিশিষ্ট লেখিকা নম্রতা দত্ত। এদিকে নলবাড়ি জেলার ঘগ্রাপাড়ে শ্রীশ্রী হরিমন্দির প্রাঙ্গনে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া এবং পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া, গুয়াহাটি মহানগরীর গোটানগরে শ্রীশ্রী শংকরদেব সত্র প্রাঙ্গনে প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি দুলিয়াজান বিধানসভা এলাকাধীন হুগ্রিজানের ৭৯ নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রীস র ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানের অংশীদার হয়েছেন।

'এমন মার মারব না, বিজেপি করা ভুলে যাবে', হুগলীতে মঞ্চ থেকে হুমকি তৃণমূল নেতার

হুগলী, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : তৃণমূল নেতার বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে শোরগোল হুগলির পাণ্ডুয়ার। কালিয়াগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলার প্রতিবাদে পাণ্ডুয়ায় এক প্রতিবাদ সভা থেকে বিজেপিকে মারধোর করার হুমকি দিলেন পাণ্ডুয়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ।

তিনি বলেন, ''বিজেপি বলছে তৃণমূল চোর। সব চেয়ে বড় চোর তো শুভেন্দু। যদি বড় চোর ধরা না পড়ে পাণ্ডুয়ায় বিজেপির কোনও অস্তিত্ব আমি রাখব না। বিজেপি দেখব, আর এমন মার মারব যে বিজেপি করা ভুলে যাবে।''সঞ্জয় ঘোষের আরও দাবি, ''আমি বারবার বলেছি পাণ্ডুয়ায় বিজেপি সিপিএম বলে কিছু নেই। সিপিএম ৩৪ বছর সরকারে ছিল,২৪ বছর তৃণমূল বিরোধী দলে ছিল। কালিয়াগঞ্জে মত কোথাও কটা থানায় আগুন দেওয়া হয়েছে। কটা থানার অফিসারকে মারধর করা হয়েছে ইতিহাসে নেই।'' তিনি আরও বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে থাকার পরেও কালিয়াগঞ্জে অফিসারদের মারধর করে, গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল''পাণ্ডুয়া ব্লকে ৯০ শতাংশ প্রার্থী দিতে পারবে না সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস মিলে। দাবি করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও কোনও নির্ঘণ্ট জারি হয়নি। তার আগেই এলাকা তপ্ত হচ্ছে হুমকি পাল্টা হুঁশিয়ারিতে।তৃণমূল নেতার এই বক্তব্যকে বিজেপি বলছে এতো প্রকাশ্য সভা থেকে হুমকি! বিজেপি হুগলি জেলা সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, ''তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন বিরোধীরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্ভয়ে প্রার্থী দিতে পারবে। কোথাও বাধা দেওয়া যাবে না। আর তৃণমূলের নীচুতলার নেতা মারধোর করার হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসের বাতাবরন তৈরি করতে চাইছেন।''তাঁর আরও বক্তব্য, আসলে দলের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এটাই তৃণমূলের আসল ছবি।

শান্তিসংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছবি নিজস্ব।

যুবকের নিথর দেহ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার এনজেপি থানার অন্তর্গত পূর্ব ধানতলা এলাকায় গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম শুভম হালদার (১৮)।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আজ সকালে শুভম হালদারের মা ছেলেকে বাড়িতে না দেখে তদন্ত শুরু করেন। এরপর বাড়ির পাশের একটি গাছে তার ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। যাকে দেখে সে আওয়াজ করতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা। এর পরই এনজেপি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অরুন্ধতীনগর সর্বধর্ম মিশন কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। অরুন্ধতীনগর সর্বধর্ম মিশন প্রধান কার্যালয়ে রবিবার এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং এলাকার বিধায়ক মিনারানী সরকার। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আগরতলা নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। রবিবার অরুন্ধতীনগর সর্বধর্ম মিশন প্রধান কার্যালয়ে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র এই আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরো বলেন রক্তদানের মত মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। রক্তের কোন জাত নেই ধর্ম নেই। মেয়র বলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বেশ কিছুদিন রক্তদান শিবিরের তেমন কোন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ফলে রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল স্তরের জনগণ বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ধর্মীয় সংগঠন সহ সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহবানের সারা দিয়ে রক্ত দানে ব্যাপক সাড়া মিলতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন মেয়র। রবিবার আগরতলা সর্বধর্ম মিশন অরুন্ধতীনগর প্রধান কার্যালয়ে শ্রী শ্রী গুরুমহারাজ শ্রী শ্রী লবচন্দ্র ১৪১তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রক্ত দান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতি মন্দিরে। মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়িকা মিনারানী সরকার ছাড়াও এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটের বাপি দাস ,কর্পোরেটের অভিজিৎ মল্লিক, কর্পোরেটের অলক রায় সহ অন্যান্য রা।

পরিবার

● **প্রথম পাতার পর**

দিনভর কাজ করে স্ত্রী সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় না করে জোয়ার আসরে সব কিছু শেষ করে খালি হাতে ঘরে ফিরছে অনেকেই। ফলে তাদের উনুন জ্বলছে না। অনাহারে অনাহারে কাটাতে হচ্ছে। অবিলম্বে এসব বেআইনি কাজকর্ম বন্ধ করা না হলে পরিণতি আরো ভয়ংকর আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধরনের অবৈধ জুয়া ও জলসার আসর বসানোর ফলে এলাকার পরিবেশও কলুষিত হচ্ছে। অবিলম্বে এ ধরনের বেআইনি কাজকর্ম বন্ধ করতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি উঠেছে।

তিমিরেই

● **প্রথম পাতার পর**

উদযাপিত হতে থাকে।

তবে যে দেশে ঘটেছিল হে মার্কেটের ঘটনা, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় মে দিবস পালিত হয় না। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার শ্রমিক দিবস পালন করে থাকে ওই দুই দেশ। তবে মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকে অন্তত ৮০টি দেশে। অন্য দেশগুলিতে বেসরকারি ভাবে, শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে পালিত হয় মে দিবস। কিন্তু, প্রতি বছর পয়লা মে এসে যায়, তবু শ্রমিকদের ভাগ্য সেই তিমিরেই।

গবাদি পশু বোঝাই লরি আটক করল এনজেপি থানার পুলিশ, গ্রেফতার দুই

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : ফুলবাড়ী টোল গেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি লরি থেকে গরু জব্দ করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। এ ঘটনায় দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত চোরাকারবারিদের নাম আব্দুর রহিম ও সাকি আনোয়ার।রবিবার, এনজেপি থানা থেকে বলা হয়েছে যে গভীর রাতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের দল ফুলবাড়ী টোল গেট এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় একটি লরিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় লরি থেকে ৩৬টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়। চালকের কাছে গরু সংক্রান্ত কাগজপত্র চাওয়া হলে তিনি দেখাতে পারেননি। এরপর আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে গরুসহ লরিটি জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে গরু পাচারের অভিযোগে চালক ও হেলপারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষার সুবিধা-প্রাপকদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া ১৫ মে-র মধ্যে সমাপ্ত করার নির্দেশ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় চলমান জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার যোগ্য সুবিধা-প্রাপকদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড ই-কেওয়াইসি সক্রিয় করার প্রক্রিয়া ১৫ মে-র মধ্যে সমাপ্ত করতে জেলার সব খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। জেলাশাসক সব খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকদের তাঁদের আওতাধীন গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) এলাকাগুলিতে অনুষ্ঠিত মেগা শিবিরে এই যোজনার সুবিধাভোগীদের যোগদান সুনিশ্চিত করে ই-কেওয়াইসি সক্রিয় করার জন্য উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে ব্যাপক হারে সচেতনতার জন্য প্রচার চালাতে বলেছেন।১ মে নর্থ করিমগঞ্জ জিপি অফিস, রামনগর এলপি স্কুল, পানিঘাট জিপি অফিস, ভিতরগুল এমই মাদ্রাসা, লক্ষ্মীবাজার জিপি অফিস, সুতারকান্দি এলপি স্কুল, সাউথ মানিককোণা এলপি স্কুল, পুরাহুরিয়া জিপি অফিস, আকবরপুর জিপি অফিস, হুরাগ্রাম এলপি স্কুল, মাজগ্রাম এসডি, বিস্কুট এলপি স্কুল, ডিমপুর এলপি স্কুল, পাথু এলপি স্কুল, মদনপুর এসসি, কুড়িখলা এলপি স্কুল, মদনপুর এসসি, ব্রাহ্মণশাসন জিপি অফিস, নন্দীবাড়ি গ্রাম, হিজিম মক্তব, মডেল হাসপাতাল গিরিশগঞ্জ ও দাসগ্রাম এসএইচসি। এই স্থানগুলিতে ১ মে, সোমবার ই-কেওয়াইসি সক্রিয় করতে মেগা শিবির অনুষ্ঠিত হবে।খাদ্য সুরক্ষা যোজনার কার্ডধারী প্রকৃত সুবিধাভোগীদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-কেওয়াইসি সক্রিয় করার জন্য এই শিবিরগুলিতে আশা সুপারভাইজার, এএনএম, এমপিডব্লিউরা ভেরিফায়ার হিসেবে কাজ করছেন। এদিকে রামকৃষ্ণনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে চলতি ই-কেওয়াইসি সক্রিয়করণ কেন্দ্র ছাড়াও ১ থেকে ৬ মে অতিরিক্ত ২৩টি স্থানে এবং পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে ১ থেকে ৫ মে পর্যন্ত ৯-টি স্থানে এ ধরনের শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

সম্প্রচারিত

● **আটের পাতার পর**

মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। রাজ্যের প্রতিটি মন্ডলের সঙ্গে বক্সনগর মন্ডলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর ১০০ তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনেন অসংখ্য মানুষজন।বক্সনগর মন্ডলের প্রতিটি বুথে বুথে এবং অধিকাংশ স্থানে পঞ্চায়েত ভিত্তিক মন কি বাত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। তবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে বক্সনগর মণ্ডলের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে পরিচিত পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হল ঘরে। এই মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলার পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত , সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি তফাজ্জল হোসেন এবং বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা। প্রায় ৩০০ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই মন কি বাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে যে মনের কথা বলেছেন সবাই শুনে আপ্লুত বলে জানান কার্যকর্তারা। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মনিকা দাস দত্ত সমাজের স্বার্থে এবং প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা রাখেন।

বিজেপি দলের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ তম পর্ব শোনার জন্য রাজ্যের ১৫১৫ টি স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে চলেছেন। সৃজনশীল কাজগুলো দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন। ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান একশতম পর্বে পদার্পণ করে। এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যেই বিজেপি দলে তরফ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় মন কি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ তম এপিসোড অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির উদ্যোগে ১৫১৫টি স্থানে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজভবনে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা থেকে শুরু করে রাজ্য মন্ত্রিসভার সকল সদস্যরা এবং রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য উদয়পুরে অংশগ্রহণ করেন মন কি বাত অনুষ্ঠানে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজারে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়ায়। মেয়র দীপক মজুমদার বিজেবি রাজ্য সহ-সভাপতি অশোক সিনহা উপস্থিত ছিলেন দশমী ঘাট ক্লাবে।

কিষান মোর্চার উদ্যোগে গোমতী জেলার উদয়পুর শহরে রাজশ্রী হল ঘরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির ১০০ তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনার বিশেষ আয়োজন করা হয় ।গোমতি জেলার উদয়পুরে রাজশ্রী হলে কিষান মোর্চার উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ তম পর্ব শোনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ মোর্চার প্রদেশ সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী জহর সাহা ,বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি তাপস দাস এবং কিষান মোর্চার প্রদেশ সহ-সভাপতি সুদাম দাস সহ অন্যান্য কার্যকর্তা গণ। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ তম পর্ব উপলক্ষে রবিবার যুবরাজনগর মহিলা মোর্চার উদ্যোগে কৃষ্ণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ১ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর এক স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা হয়।

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষের রবিবারে শুরু করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠান। দেখতে দেখতে ২০২৩ এর ৩০ এপ্রিল তা ১০০ তম মন কি বাতে পদার্পণ করলো ।তাই ১০০ তম মন কি বাতকে স্বরনীয় করে রাখতে গোটা দেশের সাথে পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাতেও নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি ।তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন উত্তর জেলার ৫৭ যুবরাজ নগর মন্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে কৃষ্ণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখার আয়োজন করা হয় ।মন কি বাত অনুষ্ঠানের পর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে একই বিদ্যালয়ে জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক দ্বারা মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের স্বাস্য শিবিরে প্রায় শতাধিক রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্য পরিষেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। এদিনের স্বাস্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের উত্তর জেলার সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক সুমিত দে,যুব মোর্চার জেলা সভাপতি জয়জিৎ শর্মা,যুবরাজ নগর মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি বিবেকানন্দ দাস সহ অন্যান্যরা।

নিষিদ্ধ কাশির সিরাপসহ আটক যুবক

রায়গঞ্জ, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পোস্ট করা উত্তরবঙ্গ সীমান্তের রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীনে ১৩৭ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) বুলকিপুরের বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) সীমান্তে প্রচুর পরিমানে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। এলাকা থেকে ধৃত ভারতীয়ের নাম শিবেন বর্মণ (২৪)।রবিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারত থেকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের চেষ্টাকালে ধরা পড়েন শিবেন বর্মন। আসামিদের কাছ থেকে ৬৬ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ জব্দ করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবককে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বালুরঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**

টোটন চৌধুরী, মিঠু সরকার, মিঠু রায় সহ তাদের সঙ্গপাঙ্গরা। এই ঘটনা ঘটার কয়েকদিন আগেও গৃহবধূর ছোট ছেলের মুখে কালো কাপড় বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে বোমা দিয়ে বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা সহ বাড়ির লোকজনদের অপহরণ করার হুমকি দেয়। এ বিষয়টি পর্যন্ত বিধায়িকাকে ফোন করে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোন সহযোগিতা করে নি। বিরক্তি প্রকাশ করেন বিধায়িকা। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সিপিআইএম সমর্থিত পরিবারের গৃহবধূ রিঙ্কু চৌধুরী। তিনি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার দাবি জানান।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পরড**

করলে কোন উত্তর পাননি উনারা। জানা গিয়েছে এই কাজের শ্রমিকরা প্রথম ধাপের টাকা পান। কিন্তু দীর্ঘ এক বছরের অধিক হয়ে গেলেও দ্বিতীয় ধাপের কোন টাকা এখন পর্যন্ত পাননি শ্রমিকরা।

আক্রান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

না। তাতে সংক্রমণ বিস্তার ঝুঁকি বাড়ছে বলা যায়। এদিকে সুস্থতার হার নিয়েও চিন্তা বাড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৮৬৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে সাতজনের সংক্রমণ ধরা পড়লেও, নতুনভাবে কেউ সুস্থ হওয়ার খবর নেই।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

শ্বশুরবাড়ির হাতে নির্যাতিত গৃহবধূ পায়েল দেবনাথকে উদ্ধার করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ধর্মনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

শুরু রয়েছে। রবিবার ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পাচারকারীরা একটি সাবানের বাক্সের ভেতরে করে হেরোইন কদমতলা থেকে ঊনকোটি জেলায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল।। টিএসকেএস এর উদ্যোগে রবিবার এক আনন্দঘন আয়োজনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় এবং কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। কর্মচারী সংঘ আয়োজিত তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রের রবিবারের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কর্মী সমর্থক এবং অনুগামীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা কল্যানী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, গেজেটেড অফিসার সংঘের খোয়াই জেলা সভাপতি মিহির দেবনাথ, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ তেলিয়ামুড়া শাখার সভাপতি নৃপেন্দ্র দেব সহ অনান্য”রা।

এই বিশাল আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক সাড়া তৈরি করায় কল্যাণী সাহা রায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের ব্যাপক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি আলোচনায় অংশ নিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেছেন,, বিগত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের কর্মচারীরা শাসক দলের বিপক্ষে গেছেন, এরকম কঠিন পরিস্থিতি যাতে করে আগামী দিন আর না তৈরি হয় তার জন্য সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে বলেও আহবান রাখেন কল্যানী সাহা রায়।

পাশাপাশি কল্যানী সাহা রায় আরো দাবি করেন বিগত সময়ের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় সরকারি চাকরি প্রদান করা হয়নি তাই সরকারি কর্মচারীদের বামফ্রন্টের প্রতি একটা আনুগত্য রয়ে গেছে বলেও পরক্ষে মত প্রকাশ করেন কল্যানী সাহা রায়। তিনি দাবি করেন আগামী দিনে সরকারি কর্মচারীরা যাতে করে নিশ্চিন্তে চলতে পারেন স্বাচ্ছন্দে বলতে পারেন তার জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পাশাপাশি কল্যাণী সাহা রায় এটাও দাবি করেন বর্তমান সময়ে কিংবা বিজেপির নেতৃত্বে সরকার যখন থেকে পরিচালিত হচ্ছে তখন থেকে এ রাজ্যে চাঁদার জুলুম বন্ধ হয়েছে। বিগত নির্বাচনের সময় শাসকদলের কোন প্রার্থীদেরকে চাঁদা না দিতে হলেও বিপক্ষে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তাদের জন্য অনেক চাঁদা সরকারি কর্মচারীরা দিয়েছেন বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন কল্যাণী সাহা রায়।

পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী রবিবার দিনে এই অনুষ্ঠান ঘিরে তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

তেলিয়ামুড়ায় বাসের ব্যাটারি ও মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল।। বাস গাড়ি’তে চুরি! গাড়ির ব্যাটারি সহ মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায় চোর। এই ঘটনায় রাত্রিকালী পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া নেতাজিনগর মোটর স্ট্যান্ডে গতকাল রাতের অন্ধকারে। রবিবার এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় দায়ের চুরির অভিযোগ। এই অভিযোগ হাতে পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। অন্যদিকে, এলাকায় একের পর এক চুরি কাণ্ডের ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা।

সংবাদে প্রকাশ, গতকাল রাতের অন্ধকারে চুরের দল নেতাজিনগর মোটর স্ট্যান্ডে থাকা একাধিক বাস গাড়ির ব্যাটারি, গিয়ার বক্স সহ মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে রবিবার দিন গাড়ির চালকরা মোটর স্ট্যান্ডে এসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এ ব্যাপারে গাড়ির চালকরা তেলিয়ামুড়া থানায় একটি চুরির অভিযোগ দায়ের করে। এই চুরির অভিযোগ হাতে পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, এই নেতাজি নগর মোটর স্ট্যান্ডে রাত্রি কালীন পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চোরের দল রাতের অন্ধকারে চুরি কাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত করছে, এ নিয়ে উঠছে নানাহ প্রশ্ন। কারণ, পূর্বেও বহুবার এই মোটর স্ট্যান্ডে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এব্যাপারে এক গাড়ির চালক জানান,নেতাজিনগর মোটর স্ট্যান্ডে প্রতিনিয়ত চুরি কান্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আসছে। কিন্তু রাত্রিকালী পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন কঠোর নয় বলে জানান ওই গাড়ির চালক। আগামী দিন যাতে রাত্রিকালীন পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো

দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর কাঠগড়ায় তৃণমূল

গোপালপুর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : কোচবিহার জেলায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের গোপালপুর বাজারে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ।বিজেপির মণ্ডল সহ সভাপতি রঞ্জন বর্মনের অভিযোগ, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। এর আগেও তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এই বিষয়ে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি তণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি বিভূতি বর্মনের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুকুরে স্নানে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু দুই ভাইয়ের

ডায়মন্ড হারবার, ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালীতলা-আশুতি থানার জগন্নাথপুরের গোষ্ঠতলায় পুকুরে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। সম্পর্কে তারা দু’জন মাসতুতো ও পিসতুতো ভাই। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। তাদের দু’জনেরই নিথর দেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় ।মৃতদের নাম শীতল ধানুকা ওরফে বাবু (১৫) ও তার মামাতো ভাই শুভদীপ বড়ুয়া (১৬)। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালিতলা-আশুতি থানার জগন্নাথপুরের গোষ্ঠতলায় ওই দুই কিশোর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পুকুরে স্নানে নামে। কিন্তু পুকুরটির গভীরতা জানা ছিল না তাদের। আচমকাই তলিয়ে যায় দুই ভাই। প্রথমে স্থানীয় এক মহিলা দুই কিশোরকে পুকুরে তলিয়ে যেতে দেখে চিৎকার শুরু করেন।

রাখতে বার্তা

● **প্রথম পাতার পর**

বক্তব্য আমরা জনগণের জন্য রাজনীতি করছি। জনগণের কল্যাণ হোক সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যারা ক্ষমতার লোভে বা অতি উৎসাহিত হয়ে দল ছেড়ে অন্য দলে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন তারা তীপ্রাসাকে ভালবাসেন সমাজকে ভালোবাসেন না। তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্য দলে যেতে চাইছেন। তাদের উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ঘরে বসে কুৎসা বা নিন্দা করলে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ইঙ্গিতের সুরে তিনি বলেন যারা এই কাজ করছেন তারা জনগণের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি করছেন না। ১০৩২৩ চাকুরিহারা শিক্ষক দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনাদের সমস্যা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, আইনি জটিলতা কোথায় রয়েছে তার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলুন।

তার জন্য প্রয়োজনে আপনারা আমার সরকারি আবাসনে এসে দেখা করতে পারেন। আমি সমস্ত বিষয়গুলি জেনে বিধানসভায় তুলব। শুধুমাত্র ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ করলেই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। ১০ হাজার ৩২৩ শিক্ষকদের বিষয়ে মহারাজ ও আন্তরিক। তিনিও চাইছেন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক। নির্বাচনের আগে থেকেই মহারাজ শিক্ষকদের বিষয়ে যে আন্তরিক তা বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন জনগণের কাছে। অনিমেষ বাবু বলেন জিআরবিটি বা অন্যান্য বিষয়ক আমরা ভুলে গেছি এই কথা ভাবার কোন কারণ নেই। আগামী দিনে এই বিষয়ে বিধানসভায় দল যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে প্রয়াস চালিয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

তবে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তার একটাই বার্তা মহারাজ চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে আছেন। তিনি আশাবাদী মহারাজ সুস্থ হয়ে শীঘ্রই রাজ্যে ফিরছেন। তখন দলের লড়াই কর্মসূচি আরও তীব্র হবে। তবে এটাও ঠিক তিনি সাংবিধানিক রাইটস নিয়ে এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আশাবাদী এর মধ্যেই কিছু একটা সুষ্ঠ সমাধান হয়ে যাবে। অ উপজাতিদেরও ভয় পাওয়ার কিছু নেই ,আবার উপজাতিদের মন ভাঙ্গার কিছু নেই। আমাদের একটাই লক্ষ্য ঐক্য যাতে কোনভাবেই বিনষ্ট না হয়।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

লাভ করি।’ রবিবার রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-র ১০০ তম পর্ব বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

২০১৪ সালে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েই নরেন্দ্র মোদী শুরু করেন ‘মন কি বাত’। দেখতে দেখতে ১০০ পর্বে পা দিল রেডিও অনুষ্ঠানটি। ২২ টি ভারতীয় ভাষা ও ১১টি বিদেশি ভাষা সম্প্রচারিত হল এদিনের ‘মন কি বাত’। আর এদিন বক্তব্য রাখার সময় রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন মোদী। জানিয়ে দিলেন, এই অনুষ্ঠান তাঁর কাছে কোনও অনুষ্ঠান মাত্র নয়। তাঁর কাছে এই অনুষ্ঠান যেন এক পূজা। তাঁর মনের আধ্যাত্মিক যাত্রা।

ক্রীড়াঙ্গন

রাজ্য মহিলা ক্রিকেটে সদর-এ চ্যাম্পিয়ন নিকিতা সেরা, রানার্স শান্তিরবাজার

শান্তিরবাজার:- ১০৪/৫(২০) সদর-এ:- ১০৫/১(১৩.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। প্রত্যাশিতভাবেই রাজ্য সেরা হলো অন্নপূর্ণা দাসের সদর-এ। ফাইনালে অনেকটা সহজ জয় ছিনিয়ে সদর-এ রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। রবিবার এম বি বি স্টেডিয়ামে সদর-এ ৯ উইকেটে পরাজিত করে শান্তিরবাজার মহকুমাকে। শান্তিরবাজারের গড়া ১০৪ রানের জবাবে সদর-এ ৪১ বল বাকি থাকতে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের নিকিতা দেবনাথ অর্ধশতরান করেন। গ্রুপ লিগ এবং সেমিফাইনালে অপ্রতিরোধ্য থাকলেও ফাইনালের শুরুতেই নড়বড়ে হয়ে যায় শান্তিরবাজারের ইনিংস। বিশেষ করে দলের নির্ভরযোগ্য ওপেনার অনণ্যা দেবনাথ শুরুতেই চোট পেয়ে মাঠে ছাড়তেই চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ জেলার ওই মহকুমা দল। আর ওই চাপ থেকে শেষপর্যন্ত আর বের হতে পারেনি। এখানেই পিছিয়ে পড়ে যায় শান্তিরবাজার। সকালে টসে জয়লাভ করে সদর-এ দলের অধিনায়িকা অন্নপূর্ণা দাস প্রথমে শান্তিরবাজারকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান।

শান্তিরবাজার নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১০৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলনায়িকা সুপ্রিয়া দাস এবং প্রীয়াঙ্কা নোয়াতিয়া যদি প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৭০ রানের গন্ডিও পার হতো না। প্রিয়াঙ্কা ৩৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ এবং সুপ্রিয়া ৪৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করেন। এছাড়া দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। সদর এ-র পক্ষে মামন রবিদাস (২/৭), প্রিয়াঙ্কা আচার্য (১/১৫) এবং নিকিতা দেবনাথ (১/১৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে দলীয় ২৮ রানে মৌচৈতি দেবনাথকে (১০) হারানোর পর সদর এ-র হয়ে রুখে দাঁড়ান নিকিতা দেবনাথ এবং ঋজু সাহা। ওই জুটি ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত জয়ও এনে দেন। সদর-এ ১৩.১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে নিকিতা দেবনাথ ৪৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ রানে এবং ঋজু ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের নিকিতা দেবনাথ।

অমরপুরে ক্লাব ক্রিকেট জমজমাট জুপিটারকে হারালো ইয়াপ্রি কৌতল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। সহজ জয় পেলো ইয়াপ্রি কৌতল ক্লাব। অসীম জমাতিয়ার দুরন্ত বোলিংয়ে। ৮ উইকেটে পরাজিত করলো জুপিটার ক্লাবকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আযোজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে।

রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইয়াপ্রি কৌতল ক্লাবের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে জুপিটার ক্লাব মাত্র ৭৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কিশোর কুমার জমাতিয়া ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১, চাংসা জমাতিয়া ২০ বল খেলে ১০ এবং গোপাল জমাতিয়া ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন।

দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ২৭ রান।

ইয়াপইর কৌতল ক্লাবের পক্ষে অসীম জমাতিয়া (৩/১৬), বিশাল জমাতিয়া (২/১২) এবং অরুণ কুমার জমাতিয়া (২/২২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে বিজয় জমাতিয়া ৩০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং শুভ রঞ্জন জমাতিয়া ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ (অপ:) রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান।

পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্প সম্পন্ন বাছাইকৃতদের নাম ঘোষণার পালা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। টিসিএ-র পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্প শেষ হয়েছে। এখন বাছাইকৃতদের নাম ঘোষণার পালা। যারা নির্বাচিত হবেন তাদেরকে আবার বিশেষ ক্যাম্পে ডাকা হবে। রাজ্য দল গঠনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যদের ট্রায়াল ক্যাম্পে ডেকে পুনরায় কোচ, ট্রেইনাররা পরখ করে দেখে নেবেন। ইতোমধ্যে পেস বোলার অন্বেষণের কাজ শেষ করে এখন টিসিএ আগামী ৩মে থেকে ব্যস্ত হবে স্পিন বোলার অন্বেষণের কাজে।

২৬ ও ২৭ এপ্রিল এখানকার এমবিবি স্টেডিয়ামে ও বাইখোরাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে যথাক্রমে পশ্চিম ও দক্ষিণ জোনালের ক্রিকেটাররা সামিল হয়েছিল। একইভাবে শনিবার ও আজ উত্তর জোনাল এবং সেন্ট্রাল জোনালের ক্রিকেটাররা যথাক্রমে ধর্মনগর ও আমবাসায় দশমীঘাট গ্রাউন্ডে অন্বেষণ ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছিল। চার দিনের এই পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্পে মোট ৩৫০ ক্রিকেটার উপস্থিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী দিনে ৩ ও ৫ মে-তে স্পিন বোলারদের জন্য অনুষ্ঠিতব্য অন্বেষণ ট্রায়াল ক্যাম্পেও একই রকম প্রচুর সংখ্যক ক্রিকেটার উপস্থিত হবে। এ বিষয়ে পুরোদমে টিসিএ-র সহ-সভাপতি তিমির চন্দ এবং যুগ্ম-সম্পাদক জয়ন্ত রায় দেখভাল করছেন। স্পটার এবং কোচ-রাও নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। ক্রিকেটের মান উন্নয়ন ও প্রসারে টিসিএর বর্তমান কমিটির এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : কাল থেকে সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। ২রা মে থেকে শুরু হচ্ছে সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ৮ দলীয় লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী দিনে তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ। প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে খেলা শুরু হবে। এবারকার আসরে অংশগ্রহণকারী আটটি দল হলো: বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি), ব্লাড মাউথ ক্লাব, চলমান সংঘ, হার্ভে ক্লাব, মৌচাক ক্লাব, ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি), পোস্টার ক্লাব ও ইউনাইটেড বিএসটি। ৫০ ওভারের ডে ম্যাচ। ২রা মে উদ্বোধনী দিনে এমবিবি স্টেডিয়ামে পোলস্টার ক্লাব খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড বিএসটি খেলবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের (বিসিসি) বিরুদ্ধে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে হার্ভে ক্লাব খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে। তিন মে বিরতির পর ৪ঠা মে একইভাবে তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ রাখা হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে হার্ভে খেলবে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ব্লাডমাউথ খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি) খেলবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের (বিসিসি) বিরুদ্ধে। প্রতিটি দলের খেলোয়াড়রা নিজস্ব প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। আগামীকালও শেষ সময়ের কিছুটা টিপস নেবে কোচদের থেকে। প্রতিটি দলেরই স্বপ্ন রয়েছে এ-ডিভিশন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর সুপার ডিভিশনে উন্নীত হওয়া।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের জনমুখী পরিকল্পনাগুলির সুবিধা যাতে প্রান্তিক মানুষটিও পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজ উজ্জয়ন্ত মার্কেটে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় দুর্গম এলাকা বলতে আর কিছুই নেই। তাই কর্মচারীরা যে যেখানেই কর্মরত রয়েছেন সেখানে কর্তব্যবোধ ও সততার সাথে নিজের দায়িত্ব পালনে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিক। তাই বিনা আন্দোলনেই কর্মচারীদের অনেক দাবি দাওয়া পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। চাঁদা সংস্ক'তি লোপ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কর্মচারীদের অবশ্যই সময়ের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানকে জনআন্দোলনে পরিণত করে এই ধরনের কর্মসূচি জারি রাখার জন্য আহ্বান জানান। রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে মতবিনিময় করেন ও তাদের উৎসাহিত করেন। শিবিরে ১৫০ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি সমর রায়। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য প্রমুখ।

সাংসদ স্বাস্থ্য শিবিরের অংশগ্রহণকারী বহির্রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সংবর্ধনা দেওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

পাচারকালে কৈলাসহরে তিনটি গবাদী পশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাটি গরু পাচারকারীদের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পর ত্রিপুরার কৈলাসশহরও কী গরু পাচারের অন্যতম ভূমি হয়ে উঠছে? প্রায়ই কৈলাসহর থেকে গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। হাজার হাজার গরু কৈলাসহর দিয়ে বাংলাদেশ পাচার হচ্ছে।এতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার এই কেষ্ট মন্ডল কে? ত্রিপুরার কৈলাশহর গরু পাচারের ইন্দো-বাংলা করিডোর হয়ে উঠছে। আবারও মহাদেবের সাড় সহ মোট তিনটি গরু উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য কৈলাসহরে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কৈলাসহর দুর্গানগর এলাকা দিয়ে নম্বর বিহীন মালবাহী টুকটুক দিয়ে সমরুর পাড় এলাকা থেকে গরুগুলি নিয়ে আসার সময় দুর্গানগর এলাকাবাসীদের নজরে পড়ে এবং গাড়ি সহ তিনজনকে আটক করে। পরবর্তী সময়ে কৈলাশহর থানায় খবর দেওয়া হয় কৈলাশহর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথে হিন্দু মঞ্চের সদস্য অজয় দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং কৈলাশহর থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে কৈলাশহর থানায়নিয়ে যায়।এইবিষয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উন্নত চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার মা সূর্যবালা সাহাকে রবিবার বহির্রাজ্যে নেওয়া হয়েছে।

শান্তিরবাজারে সাংসদ মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে আজ সাংসদ মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে দেশের বিখ্যাত হাসপাতালের শিশুরোগ, স্নায়ুরোগ, হৃদরোগ, দন্ত, অস্থি, চর্ম, ইএনটি, ীরোগ এবং মেডিসিন বিভাগের বিশেষ' চিকিৎসকগণ রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন। তাছাড়াও রাজ্যের বিশেষ' চিকিৎসকগণও এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে ৭৮৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। তাদের বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রামমনোহর লোহিয়া, সফদরজং, পিজিআই ও ম্যা' হাসপাতালের বিশেষ' চিকিৎসকগণ শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা করেন।

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এই স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সাংসদ শ্রীদেব স্বাস্থ্য শিবিরে রোগী ও চিকিৎসকগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শিবিরে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে দেশে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ভারতের বিখ্যাত হাসপাতালের বিশেষ' চিকিৎসকগণ স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দান করতে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় এসেছেন। ফলে স্থানীয় জনসাধারণ খুব সহজেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন।

শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপা বৈদ্য, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুবত দাস প্রমুখ। স্থানীয় মুকুট অডিটোরিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানেও অংশ নেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

মানুষের মধ্যে রক্তদানের প্রবণতা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। রবিবার ত্রিপুরা এগ্রিকালচার গ্যাজেটেড অ্যাসোসিয়েশনের ৫২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় নজরুল কলাক্ষেত্রে। রবিবার ত্রিপুরা এগ্রিকালচার গেজেটেড অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন তারা যে মানুষের মধ্যে রক্তদানের প্রবণতা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটে চলেছে। আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে মানুষকে বের করে আনার সুযোগ করে দিচ্ছে এই রক্তদান। মন্ত্রী বলেন ২০২২- ২০২৩ অর্থবছরে রাজ্যে রক্তদান অতীতের যাবতীয় রেকর্ড অতিক্রম করেছে। এর পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত রাজ্যে রক্তদানের রেকর্ড ছিল ৩৭ হাজার ইউনিট। কিন্তু বিগত অর্থ বছরে এই রেকর্ড অতিক্রম করে ৪২ হাজার ইউনিট রক্তদান করেছেন রক্তদাতারা। মন্ত্রী রতন লাল নাত বলেন একসঙ্গে সবাই রক্তদান করলে চলবে না। ক্যালেন্ডার কর্মসূচি অনুযায়ী রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

কাঞ্চনপুরে দিনদুপুরে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। কাঞ্চনপুর মহকুমায় চুরি কান্ড অব্যাহত। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে চুরি হয়ে গেছে বাইক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন জায়গায় চুরি কাণ্ড অব্যাহত। কাঞ্চনপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের সামনে থেকে একটি পালসার বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোর। বাইকের মালিক সঞ্জয় কালওয়ার। পেশায় খাদ্য দপ্তরের কর্মচারী। দুপুরে খাবার খেতে যখন অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। উনার বাইক না পেয়ে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকেন। তখনই মহকুমা শাসকের কার্য্যালয় সংলগ্ন এক কোয়াটারে সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে যে চোর দিনদুপুরে হেলমেট মাথায় পড়ে বাইকটি চুরি করে পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাইক না পেয়ে তড়িঘড়ি করে সিসিটিভির ফুটেজ হাতে নিয়ে কাঞ্চনপুর থানায় বাইকের মালিক সঞ্জয় কালওয়ার মামলা করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্তচুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রকাশ্য দিবালোকে বাইক চুরির ঘটনায় স্থানীয় জনগণের তীব্র ক্ষোভের সংসার হয়েছে।

রায়দিঘীতে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে কুপিয়ে খুন

রায়দিঘী, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে কুপিয়ে খুন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানার জয় কৃষ্ণপুর মন্ডলঘেরি এলাকায়। মৃত ব্যক্তি নিতাই সামন্ত(৬৪)।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রায়দিঘির জয়কৃষ্ণপুরের মন্ডল ঘেরির বাসিন্দা নিতাই সামন্তর সাথে প্রতিবেশী বসুদেব সামন্তের জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল।রবিবার দুপুরে নিতাই সামন্ত সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল, অভিযোগ সেই সময় রাস্তার উপর বসুদেব সামন্ত ও তার দলবল নিতাই সামন্তকে ঘিরে ধরে ও মারধোর করতে থাকে এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে বলেও অভিযোগ।ঘটনার জেরে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন নিতাই সামন্ত। পরে চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা বের হলে ততক্ষণে বসুদেব সামন্ত ও তার দলবলেরা এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনার খবর দেওয়া হয় রায়দিঘি থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে রায়দিঘি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিতাই সামন্তকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই নিতাই সামন্তকে মৃত বলে জানায় চিকিৎসকেরা।পরে তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। অন্যদিকে দিনে দুপুরে খুনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

করিমগঞ্জে একক রবীন্দ্রনৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.) : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে এবার প্রথমবারের মতো অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে রাজ্যের ১৬টি জেলার সঙ্গে সংগতি রেখে আজ করিমগঞ্জ জেলায়ও দিনভর রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।আজ রবিবার করিমগঞ্জের সরস্বতী বিদ্যামন্দিরে স্বর্গীয় অরবিন্দ রায় স্মৃতি সভাগৃহে সকাল সাড়ে দশটায় জেলাভিত্তিক এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে কবিগুরুর প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস।সকাল ১১টা থেকে বিদ্যানিকেতনের পৃথক পৃথক প্রেক্ষাগৃহে "ক" ও "খ" বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় দেড় শতাধিক সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা। পরে বিচারকদের চূড়ান্ত রায়ে রবীন্দ্রনৃত্যের "ক" বিভাগে প্রথম হয় পাথারকান্দির রিমা দেব, দ্বিতীয় করিমগঞ্জের দীপাঞ্জলী আচার্য ও তৃতীয় হয়েছে করিমগঞ্জের শ্রেয়া ধর।একইভাবে "খ" বিভাগে প্রথম হয়েছে শাশ্বতী দত্ত, দ্বিতীয় করিমগঞ্জের দেবীমালা দত্ত, তৃতীয় লাতুর দেবী দাস। রবীন্দ্র সংগীতে "ক" বিভাগে প্রথম করিমগঞ্জের প্রিয়াঙ্কা দাসচৌধুরী, দ্বিতীয় বদরপুরের প্রিয়ম দত্ত ও তৃতীয় স্থান দখল করেছে করিমগঞ্জের রাজলক্ষ্মী দাস।প্রতিযোগিতার "খ" বিভাগে প্রথম হয়েছে করিমগঞ্জের সুস্মিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় করিমগঞ্জের ময়ূরী দাস ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে রামকৃষ্ণনগরের মহাশ্বেতা চক্রবর্তী।নৃত্য বিচারক হিসেবে ছিলেন মাধুরী পোদ্দার, দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী ও মৌটুসী দে দাস। অপরদিকে রবীন্দ্র সংগীতের বিচারক ছিলেন সুব্রত খাজাঞ্চি, সৌমেন পাল ও শ্রাবণী পাল। করিমগঞ্জ রবীন্দ্রসদন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শর্মিষ্ঠা খাজাঞ্চির পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন বিশিষ্ট নৃত্যগুরু সুলেখা দত্তচৌধুরী, বিশিষ্ট তবলা বাদক গুরু জগন্নাথ দেব, সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের প্রধান আচার্য অঞ্জন গোস্বামী, বিজেপির করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী অমরেশ দে, ডা. দেবতোষ পাল, শিক্ষক অলক পাল, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অরূপ রায় প্রমুখ।

মথুরাপুরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু মহিলার

মথুরাপুর, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : ধান ঝাড়াই করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক মহিলার। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২। মৃত মহিলা রহিতন পাইক(৫৭)। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মথুরাপুর থানার সুবুদ্ধিপুর এলাকায়। রবিবার দুপুরে রহিতন পাইক পরিবারের লোকজন নিয়ে ধান ঝাড়াই করছিল। সেই সময় হঠাৎই কাল মেঘে ঘিরে যায় আকাশ। তখনই তড়িঘড়ি ধান ঝাড়াইয়ের কাজ বন্ধ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন তারা। এরপরই হঠাৎ এই রাস্তার মাঝে বজ্রপাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন তারা। ঘটনায় মৃত্যু হয় রহিতোন পাইকের। অন্যদিকে আহত অবস্থায় মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি পরিবারের দুই সদস্য। ঘটনার জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে মথুরাপুর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে মৃত রহিতন পাইকের দেহ উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

অপরাধ দমনে ত্রিপুরা পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখায় একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। অপরাধ দমনে ত্রিপুরা পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখায় একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। বিশেষ করে এসব ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য এই বিশেষ টাস্ক ফোর্স প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান,অপরাধ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে যাতে কোন ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে না পারে সেজন্যই রাজ্য সরকার এ ধরনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর নেতৃত্বে এই বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠী, অপরাধী সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজ চক্র এবং এই ধরনের বিরুদ্ধে ফোকাস ব্যবস্থা নেওয়া।

ত্রিপুরা এগ্রিকালচার গেজেটেড অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবিরে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

১০০ তম মন কি বাত রাজ্যজুড়ে সম্প্রচারিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। সারা দেশের সঙ্গে আজ রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত'র ১০০তম পর্ব সম্পচারিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রাজভবনের দরবার হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রসার ভারতী ও ডিডি ত্রিপুরা আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের ১০০তম পর্বের সম্পচারটি শোনেন।

সম্পচার পর্ব শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন কি বাতের মাধ্যমে সবসময় সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা ও উদ্ভাবনী বিষয়গুলি তুলে ধরেন। বহুবার রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ও তিনি মন কি বাতের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। এটা রাজ্যের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। শুধু তাই নয় মন কি বাতের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সারা সমগ্র দেশের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মন কি বাতের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মানুষের সাথে যুক্ত হয়েছেন তা সত্যিই অসাধারণ। প্রতি মাসের শেষ রবিবারে সম্পচারিত হওয়া এই অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য দেশবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠানটি রাজ্যের ১৫১৫টি স্থানে শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিডি ত্রিপুরার পক্ষে ডি. দীনেশ কুমার ও আল্পনা দাস।

মন কি বাতের ১০০তম পর্ব সম্পচার উপলক্ষে আজ রাজভবনে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার ও পদ্মশ্রী বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়াকে সংবর্ধনা ীপন করা হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছেন রাজ্যের এমন ৭ জন বিশিষ্ট নাগরিক গৌতম দাস, বিক্রমজিৎ চাকমা, নারায়ণ দাস, বুদ্ধরাণী দেববর্মা, শিমুল দাস, সুশীল রায় এবং বজেন্দ্র দত্তকেও সংবর্ধনা ীপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে পুপস্তবক ও মারক তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাতের ১০০তম পর্ব উপলক্ষে আজ মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রাণীরবাজারের গীতা'লি হলে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ক্রমশ উর্ধমুখী। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের জনগণের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে সমাজসেবামূলক কাজ, স্বউদ্যোগী ও সমাজের পক্ষে প্রেরণাদায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন ও দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। আমাদের রাজ্যেরও অনেক ঘটনাবলী প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে একাধিকবার তুলে ধরেছেন।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, রক্তের বিকল্প এখনও আবিষ্কার না হওয়ায় মুমূর্ষু রোগীদের কাছে রক্তদান এক আশীর্বাদ। রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস ও ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, জিরানীয়া নগর প'য়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানীয়া প'য়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও অন্যান্য অতিথিগণ রাণীরবাজারে জিরানীয়া সাবডিভিশনাল লাইবেরির উদ্বোধন করেন। এই লাইবেরি থেকে বাংলা, ককবরক এবং ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন বই পাওয়া যাবে। তাছাড়াও থাকবে বিভিন্ন সংবাদপত্র।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ তম পর্ব শোনার জন্য রাজ্যে মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজভবনের দরবার হলে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সত্য দেও নারায়ণ আর্য, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা সহ মন্ত্রিসভার সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

আজ প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজভবনে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, রাজ্যের রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ণ আর্য থেকে শুরু করে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এদিন এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে মঞ্চে দুজন পদ্মশ্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তারা হলেন দীপা কর্মকার ও বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া। এছাড়াও যাদের নাম দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন তাদেরকেও এদিন সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। মন কি বাত অনুষ্ঠান শেষে ফটো এক্সিবিশন ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল সহ অন্যান্যরা। রাজভবনের দরবার হলে আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন তিনি দেশকে আরো সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এ ধরনের মন কি বাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের সৃজনশীল মানুষের সৃজনশীল কাজকর্ম এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মধ্যে তুলে ধরে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বক্সনগরে প্রধানমন্ত্রীর শততম মন কি বাত অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন অগণিত মানুষজন। উপস্থিত আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।